



চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণি
শিক্ষাবর্ষঃ ২০১৯-২০২০

ভর্তি নির্দেশিকা

ইউনিট পরিচিতি

A ইউনিট

(বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত সকল বিভাগ/ইনসিটিউট
 জীববিজ্ঞান অনুষদভুক্ত সকল বিভাগ
 ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদভুক্ত সকল বিভাগ
 মেরিন সায়েন্সেস অ্যান্ড ফিশারিজ অনুষদভুক্ত সকল বিভাগ/ইনসিটিউট)

B ইউনিট

(কলা ও মানববিদ্যা অনুষদভুক্ত সকল বিভাগ/ইনসিটিউট)

C ইউনিট

(ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদভুক্ত সকল বিভাগ)

D ইউনিট

(সমাজ বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত সকল বিভাগ
 আইন অনুষদভুক্ত আইন বিভাগ
 শিক্ষা অনুষদভুক্ত ফিজিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্পেট্স সায়েন্স বিভাগ
 ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদভুক্ত সকল বিভাগ
 জীববিজ্ঞান অনুষদভুক্ত ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা এবং মনোবিজ্ঞান বিভাগ)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

A ইউনিট

শিক্ষাবর্ষঃ ২০১৯-২০২০

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের A ইউনিটের অন্তর্গত বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেরিন সায়েন্সেস অ্যান্ড ফিশারিজ অনুষদভুক্ত সকল বিভাগ/ ইনসিটিউটে ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ বি.এসসি (সম্মান)/বি. ফার্ম/বি.এসসি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন আহবান করা যাচ্ছে। ফার্মেসী বিভাগে বি. ফার্ম কোর্স ০৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদী এবং অন্যান্য সকল বিভাগ/ইনসিটিউটে স্নাতক (সম্মান) কোর্স ৪ (চার) বছর মেয়াদী।

ভর্তি পরীক্ষাঃ ২৯ অক্টোবর ২০১৯ তারিখ (মঙ্গলবার)

১। বিভিন্ন বিভাগ/ইনসিটিউটে প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তির জন্য নির্ধারিত সাধারণ আসন সংখ্যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো (কোটা ব্যতিত)।

অনুষদ	ভর্তির বিভাগ/ইনসিটিউট/বিষয়	সাধারণ আসন সংখ্যা
বিজ্ঞান অনুষদ	পদার্থবিদ্যা	১১০
	রসায়ন	১১০
	গণিত	১১০
	পরিসংখ্যান	১১০
	ফলিত রসায়ন ও কেমিকোশল	৩০
	ইনসিটিউট অব ফরেস্ট্রি এন্ড এনভায়রণমেন্টাল সায়েন্সেস	
	ফরেস্ট্রি	৮০
জীববিজ্ঞান অনুষদ	পরিবেশ বিজ্ঞান	৩৫
	প্রাণিবিদ্যা	১০০
	উদ্ভিদবিজ্ঞান	১০০
	ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা	৮০
	প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান	৮০
	মাইক্রোবায়োলজি	৮০
	মৃত্তিকা বিজ্ঞান	৫০
ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদ	জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বায়োটেকনোলজি	৩৫
	মনোবিজ্ঞান	২২
	ফার্মেসী	৩০
	কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং	৬৫
	ইলেক্ট্রিক্যাল এন্ড ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং	৫৫

অনুষদ	ভর্তির বিভাগ/ইনসিটিউট/বিষয়	সাধারণ আসন সংখ্যা
মেরিন সায়েন্স অ্যান্ড ফিশারিজ অনুষদ	ইনসিটিউট অব মেরিন সায়েন্স	৪০
	ওশানোগ্রাফী	২৫
	ফিশারিজ	২৫
	মোট	১২১২

২। ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা:

যে সকল ছাত্র/ছাত্রী বাংলাদেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১৬ বা ২০১৭ সালের মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০১৯ সালের বিজ্ঞান/কৃষি বিজ্ঞান শাখায় উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান উভয় পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম মোট জিপিএ ৭.৫০ পেয়েছে; তবে যাদের উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ৩.৫০ রয়েছে তারা A ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

অথবা

যে সকল ছাত্র/ছাত্রী ২০১৬ সালের বা তৎপরবর্তী সালের জিসিই 'ও' লেভেল পরীক্ষায় ন্যূনতম ২টি বিষয়ে 'বি'/সমমান গ্রেড ও ৩টি বিষয়ে 'সি'/সমমান গ্রেড পেয়েছে এবং ২০১৯ সালের জিসিই 'এ' লেভেল (বিজ্ঞান শাখা) পরীক্ষায় ন্যূনতম ২টি বিষয়ে 'বি'/সমমান গ্রেড ও ১টি বিষয়ে 'সি'/সমমান গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে তারা A ইউনিট ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তির জন্য যারা ২০১৮ সালের উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষার ফলাফলে আবেদনের যোগ্য ছিল না তবে ২০১৯ সালের উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় (মান উন্নয়ন) অংশগ্রহণ করে যোগ্যতা অর্জন করেছে তারা আবেদনের যোগ্য বিবেচিত হবে।
এছাড়া ২০১৮ সালের মাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষায় (মান উন্নয়ন) অংশগ্রহণকৃত পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার ফলাফলে মান উন্নয়ন হলে তারাও আবেদনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১৯ সালের উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষায় যে সকল শিক্ষার্থী বিভিন্ন গ্রহে বাংলা ও ইংরেজি বিষয়সহ পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও গণিত বিষয় নিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের গ্রহপকে বিজ্ঞান গ্রহপ হিসাবে বিবেচনা করা হবে।

এছাড়াও প্রার্থী যে বিভাগ/ইনসিটিউটে ভর্তি হতে ইচ্ছুক তাকে নিম্নে ৩নং ত্রৈমিকে উল্লিখিত ঐ বিভাগ/ইনসিটিউটের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা ও শর্ত পূরণ করতে হবে।

৩। A ইউনিটের অন্তর্গত বিভিন্ন অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগ/ইনসিটিউটে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা :

যে কোন বিষয়ে ভর্তি প্রার্থীকে ভর্তি পরীক্ষায় বাংলায় ন্যূনতম ৩ নম্বর ও ইংরেজিতে ন্যূনতম ৪ নম্বর পেতে হবে।

অনুষদ/ইনসিটিউট	বিভাগ/বিষয়	সাধারণ যোগ্যতা	উচ্চ মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত সর্বনিম্ন গ্রেড	বিশেষ যোগ্যতা (ভর্তি পরীক্ষায় নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রাপ্ত সর্বনিম্ন নম্বর)
বিজ্ঞান অনুষদ	পদার্থবিদ্যা	-----	পদার্থবিদ্যা ও গণিত উভয় বিষয়ে আলাদাভাবে কমপক্ষে গ্রেড পয়েন্ট ৩.০০ পেতে হবে।	পদার্থবিদ্যা-১০

অনুষদ/ইনসিটিউট	বিভাগ/বিষয়	সাধারণ যোগ্যতা	উচ্চ মাধ্যমিক/সমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত সর্বনিম্ন গ্রেড (ভর্তি পরীক্ষায় নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রাপ্ত সর্বনিম্ন নম্বর)	বিশেষ যোগ্যতা
বিজ্ঞান অনুষদ	রসায়ন	-----	রসায়নে ৩.৫০ ও গণিত বিষয়ে কমপক্ষে গ্রেড পয়েন্ট ৩.০০ পেতে হবে।	রসায়ন-১০
	গণিত		গণিত বিষয়ে কমপক্ষে গ্রেড পয়েন্ট ৩.০০ পেতে হবে।	গণিত-১০
	পরিসংখ্যান		পরিসংখ্যান ও গণিত উভয় বিষয়ে আলাদাভাবে কমপক্ষে গ্রেড পয়েন্ট ৩.০০ পেতে হবে।	পরিসংখ্যান-১০
ইনসিটিউট অব ফরেন্সিক এন্ড এনভায়রণমেন্টাল সায়েন্সেস	ফরেন্সিক পরিবেশ বিজ্ঞান	-----	গণিত ও জীববিজ্ঞান বিষয়ে থাকতে হবে।	পদার্থবিদ্যা/রসায়ন-১০ গণিত/জীববিজ্ঞান-১০ চ.বি মেডিকেল বোর্ড কর্তৃক শারীরিক ফিটনেস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
জীববিজ্ঞান অনুষদ	প্রাণিবিদ্যা	-----	জীববিজ্ঞান বিষয়ে কমপক্ষে গ্রেড পয়েন্ট ৩.০০ পেতে হবে।	জীববিজ্ঞান-১০
	উত্তিদবিজ্ঞান		জীববিজ্ঞান বিষয়ে কমপক্ষে গ্রেড পয়েন্ট ৩.০০ পেতে হবে।	জীববিজ্ঞান-১০
	ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা		-----	-----
	প্রাণরসায়ন ও অগুপ্তাণ বিজ্ঞান		জীববিজ্ঞান, রসায়ন ও গণিত বিষয়ে আলাদাভাবে কমপক্ষে গ্রেড পয়েন্ট ৩.০০ পেতে হবে।	জীববিজ্ঞান-১০ রসায়ন-১০
	মাইক্রোবায়োলজি		জীববিজ্ঞান, রসায়ন ও গণিত বিষয়ে আলাদাভাবে কমপক্ষে গ্রেড পয়েন্ট ৩.০০ পেতে হবে।	জীববিজ্ঞান-১০ রসায়ন-১০
	মৃত্তিকা বিজ্ঞান		রসায়ন ও জীববিজ্ঞান বিষয়ে আলাদাভাবে কমপক্ষে গ্রেড পয়েন্ট ৩.০০ পেতে হবে।	জীববিজ্ঞান-১০ রসায়ন-১০
	জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বায়োটেকনোলজি		রসায়ন, জীববিজ্ঞান ও গণিত বিষয়ে আলাদাভাবে কমপক্ষে গ্রেড পয়েন্ট ৩.০০ পেতে হবে।	জীববিজ্ঞান-১০ রসায়ন-১০

A handwritten signature in black ink is present at the bottom right, consisting of stylized letters and initials.

অনুষদ/ইনসিটিউট	বিভাগ/বিষয়/ ইনসিটিউট		উচ্চ মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত সর্বনিম্ন গ্রেড পরীক্ষায় প্রাপ্ত সর্বনিম্ন গ্রেড	বিশেষ যোগ্যতা (ভর্তি পরীক্ষায় নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রাপ্ত সর্বনিম্ন নম্বর)
জীববিজ্ঞান অনুষদ	মনোবিজ্ঞান ফার্মেসী	----- -----	জীববিজ্ঞান ও রসায়ন বিষয়ে আলাদাভাবে কমপক্ষে গ্রেড পয়েন্ট ৩.০০ পেতে হবে।	জীববিজ্ঞান-১০ রসায়ন-১০
ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদ	কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ইলেক্ট্রিক্যাল এন্ড ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং	----- -----	পদার্থবিদ্যা ও গণিত উভয় বিষয়ে আলাদাভাবে কমপক্ষে গ্রেড পয়েন্ট ৩.৫০ পেতে হবে। পদার্থবিদ্যা ও গণিত উভয় বিষয়ে আলাদাভাবে কমপক্ষে গ্রেড পয়েন্ট ৩.৫০ পেতে হবে।	----- -----
মেরিন সায়েন্সেস অ্যান্ড ফিশারিজ অনুষদ	ইনসিটিউট অব মেরিন সায়েন্সেস ওশানোগ্রাফী ফিশারিজ	----- -----	গণিত ও জীববিজ্ঞান বিষয় থাকতে হবে।	পদার্থবিদ্যা/রসায়ন-১০ গণিত/জীববিজ্ঞান-১০

8। A ইউনিট ভর্তি পরীক্ষার মান বন্টন	
বিষয়	নম্বর
বাংলা	১০
ইংরেজি	১৫
পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত ও জীববিজ্ঞান (ভর্তিচ্ছু প্রার্থীকে অনুষদ/বিভাগ এর চাহিদা অনুযায়ী তিনটি বিষয়ে উত্তর দিতে হবে)	২৫×৩=৭৫
মোট নম্বর	১০০
পাশ নম্বরঃ ৪০	

৫। মেধাক্ষেত্র ও মেধাক্রমঃ

ভর্তি পরীক্ষায় মোট প্রাপ্ত নম্বর থেকে প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কর্তব্য করা হবে। ১০০ (একশত) নম্বরের ভর্তি পরীক্ষায় সাধারণ আসনে ৪০ ও তদুর্ধ নম্বর প্রাপ্তদের এবং কোটার আসনে ৩৫ ও তদুর্ধ নম্বর প্রাপ্তদের তালিকা তৈরী করে প্রাপ্ত নম্বরের সাথে মাধ্যমিকের (৪র্থ বিষয়সহ) মোট জিপিএ'র ৪০% ও উচ্চ মাধ্যমিকের (৪র্থ বিষয়সহ) মোট জিপিএ'র ৬০% যোগ করে সর্বমোট ১২০ (একশত বিশ) নম্বরে ফলাফল চূড়ান্ত করে উত্তীর্ণ তালিকা মেধাক্রমানুসারে প্রস্তুত করা হবে।

মেধাক্ষেত্র সমান হলে নিম্নলিখিত ক্রমানুসারে মেধাক্রম তৈরী করা হবেঃ

- ক) ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর
- খ) ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজিতে প্রাপ্ত নম্বর
- গ) ভর্তি পরীক্ষায় বাংলায় প্রাপ্ত নম্বর
- ঘ) ভর্তি পরীক্ষায় রসায়ন এবং/ অথবা পদার্থবিদ্যা বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর
- ঙ) ভর্তি পরীক্ষায় গণিত এবং/ অথবা জীববিজ্ঞান বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর

৮। ইউনিটে ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলীর জন্য যোগাযোগের ঠিকানাঃ

ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদ কার্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

ফোনঃ PABX : ২৬০৬০০১-১০, ২৬০৬০১৫-২৭, Ext: ৮৮৭৬

মোবাইল নম্বরঃ ০১৫৫৫৫৫১৩৫ (বিজ্ঞান অনুষদ), ০১৫৫৫৫৫১৪২ (জীববিজ্ঞান অনুষদ),

০১৫৫৫৫৫১৫৬ (ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদ), ০১৫৫৫৫৫১৫৭ (মেরিন সায়েন্সেস অ্যান্ড ফিশারিজ অনুষদ)

হেল্প ডেস্কঃ (সকাল ১০:০০ টা থেকে সন্ধ্যা ৭:০০ টা পর্যন্ত)

আইসিটি সেল, আই.টি ভবন (কক্ষ নং-২০১), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

ফোনঃ PABX : ২৬০৬০০১-১০, ২৬০৬০১৫-২৭, Ext: ৮২৫৯

E-mail: admission@cu.ac.bd

মোবাইল নম্বরঃ ০১৫৫৫৫৫১৪০, ০১৫৫৫৫৫১৪১

টেকনিক্যাল সাপোর্ট (আইসিটি সেল, চ.বি.) : ০১৫৫৬৫৭০০৭৭

ICT Cell
University of Chittagong
All Rights Reserved
<http://www.facebook.com/cuict>
<http://cu.ac.bd>

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

B ইউনিট

শিক্ষাবর্ষঃ ২০১৯-২০২০

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের B ইউনিটের অন্তর্গত কলা ও মানববিদ্যা অনুষদভুক্ত সকল বিভাগ/ইনসিটিউটে ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ বি.এ (সম্মান) কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন আহবান করা যাচ্ছে। স্নাতক (সম্মান) কোর্স কলা ও মানববিদ্যা অনুষদভুক্ত সকল বিভাগ/ইনসিটিউটে ৪ (চার) বছর মেয়াদী। B ইউনিটের অন্তর্গত কলা ও মানববিদ্যা অনুষদভুক্ত সকল বিভাগ/ইনসিটিউটে ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ বি.এ (সম্মান) কোর্সে ভর্তি পরীক্ষা উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষার মানবিক/মিউজিক/সাধারণ (মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড) শাখা, বিজ্ঞান/কৃষি বিজ্ঞান শাখা ও ব্যবসায় শিক্ষা/সমমান শাখাসহ সকল শাখার শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

ভর্তি পরীক্ষাঃ ২৭ অক্টোবর ২০১৯ তারিখ (রবিবার)

১। বিভিন্ন বিভাগ/ইনসিটিউটে প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তির জন্য নির্ধারিত সাধারণ আসন সংখ্যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো (কোটা ব্যতিত)।

অনুষদ	ভর্তির বিভাগ/ইনসিটিউট	আসন সংখ্যা	
	বাংলা		১১০
	ইংরেজি		১১০
	ইতিহাস		১২০
	দর্শন		১২০
	ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি		১২০
	আরবি	১১৮টি- আলিম/দাখিল (৩নং ক্রমিকের শর্তানুযায়ী)	২ অন্যান্য
	ইসলামিক স্টাডিজ	১১৫টি -আলিম/দাখিল (৩নং ক্রমিকের শর্তানুযায়ী)	৫ অন্যান্য
কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ	আধুনিক ভাষা ইনসিটিউট Language & Linguistics		৮১
	ফারসি ভাষা ও সাহিত্য		৫০
	পালি	৮০টি - বৌদ্ধ ধর্ম (৩নং ক্রমিকের শর্তানুযায়ী)	৫ অন্যান্য
	সংস্কৃত	৬৫টি-হিন্দু ধর্ম (৩নং ক্রমিকের শর্তানুযায়ী)	৫ অন্যান্য
	আইইআর (বি.এড) (মানবিক ও সমাজ বিজ্ঞান শাখা ৮০টি, ব্যবসায় শিক্ষা শাখা ৪০ টি এবং বিজ্ঞান শাখা ২৫টি)		১০৫
	বাংলাদেশ স্টাডিজ		৫০
		মোট=	১২২১

২। ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা:

যে সকল ছাত্র/ছাত্রী বাংলাদেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ড এর অধীনে ২০১৬ বা ২০১৭ সালের মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০১৯ সালের বিজ্ঞান/কৃষি বিজ্ঞান শাখায় উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান উভয় পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম মোট জিপিএ ৭.০০ পেয়েছে; তবে যাদের উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ৩.২৫ রয়েছে তারা B ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

অথবা

যে সকল ছাত্র/ছাত্রী বাংলাদেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১৬ বা ২০১৭ সালের মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০১৯ সালের মানবিক/সাধারণ (মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড)/মিউজিক শাখায় উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান উভয় পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম মোট জিপিএ ৬.৫০ পেয়েছে; তবে যাদের উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ২.৭৫ রয়েছে তারা B ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

অথবা

যে সকল ছাত্র/ছাত্রী বাংলাদেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১৬ বা ২০১৭ সালের মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০১৯ সালের ব্যবসায় শিক্ষা/সমমান শাখায় উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান উভয় পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম মোট জিপিএ ৭.০০ পেয়েছে; তবে যাদের উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ৩.২৫ রয়েছে তারা B ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

অথবা

যে সকল ছাত্র/ছাত্রী ২০১৬ সালের বা তৎপরবর্তী সালের জিসিই 'ও' লেভেল পরীক্ষায় ন্যূনতম ২টি বিষয়ে 'বি'/সমমান গ্রেড ও ৩টি বিষয়ে 'সি'/সমমান গ্রেড পেয়েছে এবং ২০১৯ সালের জিসিই 'এ' লেভেল পরীক্ষায় ন্যূনতম ১টি বিষয়ে 'বি'/সমমান গ্রেড ও ২টি বিষয়ে 'সি'/সমমান গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে তারা B ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তির জন্য যারা ২০১৮ সালের উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষার ফলাফলে আবেদনের যোগ্য ছিল না তবে ২০১৯ সালের উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় (মান উন্নয়ন) অংশগ্রহণ করে যোগ্যতা অর্জন করেছে তারা আবেদনের যোগ্য বিবেচিত হবে।

এছাড়া ২০১৮ সালের মাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষায় (মান উন্নয়ন) অংশগ্রহণকৃত পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার ফলাফলে মান উন্নয়ন হলে তারাও আবেদনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১৯ সালের উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষায় যে সকল শিক্ষার্থী বিভিন্ন গ্রন্থে বাংলা ও ইংরেজি বিষয়সহ পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও গণিত বিষয় নিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের গ্রন্থকে বিজ্ঞান গ্রন্থ হিসাবে বিবেচনা করা হবে। Higher Accounting বিষয়ে নিয়ে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর গ্রন্থকে ব্যবসায় শিক্ষা গ্রন্থ হিসাবে বিবেচনা করা হবে।

এছাড়াও প্রার্থী যে বিভাগ/ইনসিটিউটে ভর্তি হতে ইচ্ছুক তাকে নিম্নে তিনি ক্রমিকে উল্লিখিত ঐ বিভাগ/ইনসিটিউটের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা ও শর্ত পূরণ করতে হবে।

Sadar Uddin/F:Drive All doc. admission


12



৩। B ইউনিটের অন্তর্গত কলা ও মানববিদ্যা অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগ/ইনসিটিউটে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতাঃ

অনুষদ	বিভাগ/ইনসিটিউট	মাধ্যমিক/সমমান ও উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় যে বিষয়সমূহ থাকতে হবে।	ভর্তি পরীক্ষায় নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রাণ্ড ন্যূনতম নম্বর	অতিরিক্ত যোগ্যতা
কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ	বাংলা	--	বাংলা-১৮, ইংরেজি-৯ এবং সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে-১২ নম্বর পেতে হবে।	--
	ইংরেজি	--	বাংলা/ ঐচ্ছিক ইংরেজি-১০, ইংরেজি-২০ এবং সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে-১২ নম্বর পেতে হবে।	--
	ইতিহাস, দর্শন, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য, বাংলাদেশ স্টাডিজ	--	বাংলা/ ঐচ্ছিক ইংরেজি-১০, ইংরেজিতে-০৯ এবং সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে-১২ নম্বর পেতে হবে।	--
আরবি, ইসলামিক স্টাডিজ	দাখিল পরীক্ষায় আরবি বিষয়ে উত্তীর্ণ হয়ে আলিম/উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় আরবি/ইসলামী শিক্ষা/বাংলা/ইংরেজি বিষয়ে উত্তীর্ণরা অগ্রাধিকার পাবে এবং সাধারণ আসনে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরাও অংশ গ্রহণ করতে পারবে।	বাংলা-০৮ /ঐচ্ছিক ইংরেজি-১০, ইংরেজিতে-০৭ এবং সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে-১০ নম্বর পেতে হবে।	আরবি বিভাগের মোট আসনের ১১৮টি দাখিল ও আলিম পাস থেকে এবং ০২টি আসনে শিক্ষার্থী মেধানুসারে জেনারেল শিক্ষা হতে ভর্তি করা হবে। ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মোট আসনের ১১৫টি দাখিল ও আলিম পাস থেকে এবং ৫টি আসনে শিক্ষার্থী মেধানুসারে জেনারেল শিক্ষা হতে ভর্তি করা হবে। তবে, আসন শূন্য থাকলে মেধা ভিত্তিতে যে কোন শাখা থেকে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা যাবে।	
পালি	মাধ্যমিক পরীক্ষায় বৌদ্ধ ধর্ম ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পালি বিষয় অথবা আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা অগ্রাধিকার পাবে এবং সাধারণ আসনে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরাও অংশগ্রহণ করতে পারবে।	বাংলা-০৮ /ঐচ্ছিক ইংরেজি-১০, ইংরেজিতে-০৭ এবং সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে-১০ নম্বর পেতে হবে।		

অনুষদ	বিভাগ/ইনসিটিউট	মাধ্যমিক/সমমান ও উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় যে বিষয়সমূহ থাকতে হবে।	ভর্তি পরীক্ষায় নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রাপ্ত ন্যূনতম নম্বর	অতিরিক্ত যোগ্যতা
	সংস্কৃত	মাধ্যমিক পরীক্ষায় হিন্দু ধর্ম ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সংস্কৃত বিষয় অথবা আদ্য ও মধ্য (সংস্কৃত) পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা অগ্রাধিকার পাবে এবং সাধারণ আসনে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরাও অংশগ্রহণ করতে পারবে।	বাংলা-০৮ /ঐচ্ছিক ইংরেজি-১০, ইংরেজিতে-০৭ এবং সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে-১০ নম্বর পেতে হবে।	সংস্কৃত বিভাগের মোট আসনের ৬৫টি মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় হিন্দু ধর্ম পাস থেকে এবং ৫টি আসনে শিক্ষার্থী মেধানুসারে জেনারেল শিক্ষা হতে ভর্তি করা হবে। তবে, আসন শূন্য থাকলে মেধা ভিত্তিতে যে কোন শাখা থেকে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা যাবে।
কলা ও মানবিদ্যা	আধুনিক ভাষা ইনসিটিউট	---	বাংলা-১০ /ঐচ্ছিক ইংরেজি-১০, ইংরেজিতে-১৭ এবং সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে-১২ নম্বর পেতে হবে।	--
অনুষদ	ইনসিটিউট অব এডুকেশন এন্ড রিসার্চ (আইইআর)	১. উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় যারা মানবিক শাখা হতে উত্তীর্ণ হয়েছে শুধু তারাই আই.ই.আর. এ মানবিক ও সমাজ বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হতে পারবে। ২. উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় যারা বিজ্ঞান/ সমমান শাখা হতে উত্তীর্ণ হয়েছে শুধু তারাই আই.ই.আর. এ বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হতে পারবে। উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমান পর্যায়ে জীব বিজ্ঞান/গণিত পাঠ্য বিষয় হিসেবে থাকতে হবে। ৩. উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় যারা ব্যবসায় শিক্ষা শাখা হতে উত্তীর্ণ হয়েছে শুধু তারাই আই.ই.আর. এ ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় ভর্তি হতে পারবে।	বাংলা-১০ /ঐচ্ছিক ইংরেজি-১০, ইংরেজিতে-০৯ এবং সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে-১২ নম্বর পেতে হবে।	--

৪। B ইউনিট ভর্তি পরীক্ষার মান বন্টনঃ

বিষয়	নম্বর
বাংলা/ঐচিক ইংরেজি	৩৫
ইংরেজি	৩৫
সাধারণ জ্ঞান	৩০
মোট	১০০
পাশ নম্বরঃ ৪০	

উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় যারা মাতৃভাষা হিসেবে বাংলা পড়েনি তারা বাংলার পরিবর্তে ঐচিক ইংরেজি বিষয়ে উভর দেবে (বৃত্ত পূরণ করবে)। এক্ষেত্রে পাশ নম্বর ১০।

৫। মেধাক্ষেত্র ও মেধাক্রমঃ

ভর্তি পরীক্ষায় মোট প্রাপ্ত নম্বর থেকে প্রতিটি ভুল উভরের জন্য ০.২৫ নম্বর কর্তন করা হবে। ১০০ (একশত) নম্বরের ভর্তি পরীক্ষায় সাধারণ আসনে ৪০ ও তদুর্ধ নম্বর প্রাপ্তদের এবং কোটার আসনে ৩৫ ও তদুর্ধ নম্বর প্রাপ্তদের তালিকা তৈরী করে প্রাপ্ত নম্বরের সাথে মাধ্যমিকের (৪র্থ বিষয়সহ) মোট জিপিএ'র ৪০% ও উচ্চ মাধ্যমিকের (৪র্থ বিষয়সহ) মোট জিপিএ'র ৬০% যোগ করে সর্বমোট ১২০ (একশত বিশ) নম্বরে ফলাফল চূড়ান্ত করে উন্নীর্ণ তালিকা মেধাক্রমানুসারে প্রস্তুত করা হবে।

মেধাক্ষেত্র সমান হলে নিম্নলিখিত ক্রমানুসারে মেধাক্রম তৈরী করা হবেঃ

- ক) ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর
- খ) ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজিতে প্রাপ্ত নম্বর
- গ) ভর্তি পরীক্ষায় বাংলায় প্রাপ্ত নম্বর
- ঘ) ভর্তি পরীক্ষায় সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর
- ঙ) সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর জন্ম তারিখ (জ্যৈষ্ঠতার ভিত্তিতে)



B1 উপ-ইউনিট

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের B ইউনিটের অন্তর্গত কলা ও মানববিদ্যা অনুষদভুক্ত B1 উপ-ইউনিটের আওতায় নিম্নোক্ত বিভাগ/ইনসিটিউটে ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ বি.এ/বি.এফ.এ (সম্মান) কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন আহ্বান করা যাচ্ছে। স্নাতক (সম্মান) কোর্স কলা ও মানববিদ্যা অনুষদভুক্ত এ সকল বিভাগ/ইনসিটিউটে ৪ (চার) বছর মেয়াদী।

B1 উপ-ইউনিটের অন্তর্গত কলা ও মানববিদ্যা অনুষদভুক্ত এ সকল বিভাগ/ইনসিটিউটে ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ বি.এ (সম্মান) কোর্সে ভর্তি পরীক্ষা উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষার মানবিক/মিউজিক/সাধারণ (মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড) শাখা, বিজ্ঞান/কৃষি বিজ্ঞান শাখা ও ব্যবসায় শিক্ষা/সমমান শাখাসহ সকল শাখার শিক্ষার্থীদের জন্য উম্মুক্ত থাকবে।

B ইউনিটভুক্ত নাট্যকলা বিভাগ, চারুকলা ইনসিটিউট ও সংগীত বিভাগে ভর্তিচ্ছুল শিক্ষার্থীদের B1 উপ-ইউনিটে আবেদন করতে হবে। B1 উপ-ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় উন্নীর্ণ এ সকল বিভাগ/ইনসিটিউটে ভর্তিচ্ছুল শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ২০ নম্বরের ব্যবহারিক পরীক্ষা (সাধারণ ও কোটার আসনে) প্রযোজ্য হবে।

ভর্তি পরীক্ষাঃ ৩১ অক্টোবর ২০১৯ তারিখ (বৃহস্পতিবার) সময়ঃ সকাল ৯:৪৫ টা

১। বিভিন্ন বিভাগ/ইনসিটিউটে প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তির জন্য নির্ধারিত সাধারণ আসন সংখ্যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো (কোটা ব্যতীত)।

অনুষদ	ভর্তির বিভাগ/ইনসিটিউট	আসন সংখ্যা
কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ	নাট্যকলা (ছাত্র -১৮ ও ছাত্রী -১৭)	৩৫
B1 উপ-ইউনিট	চারুকলা ইনসিটিউট	৬০
	সংগীত	৩০
মোট		১২৫

বিঃ দ্রঃ নাট্যকলা বিভাগে ১৮টি আসনে ছাত্র এবং ১৭টি আসনে ছাত্রী ভর্তি করা হবে; তবে ছাত্র/ছাত্রীর অনুপাতের তারতম্য হলে সংশ্লিষ্ট ছাত্রের আসন ছাত্রী দ্বারা এবং ছাত্রীর আসন ছাত্র দ্বারা মেধাক্রমানুসারে পূরণ করা যাবে।

২। ভর্তির নৃন্যতম যোগ্যতাঃ

যে সকল ছাত্র/ছাত্রী বাংলাদেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ড এর অধীনে ২০১৬ বা ২০১৭ সালের মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০১৯ সালের বিজ্ঞান/কৃষি বিজ্ঞান শাখায় উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান উভয় পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম মোট জিপিএ ৭.০০ পেয়েছে; তবে যাদের উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ৩.২৫ রয়েছে তারা B1 উপ-ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

অর্থাৎ

যে সকল ছাত্র/ছাত্রী বাংলাদেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১৬ বা ২০১৭ সালের মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০১৯ সালের মানবিক/সাধারণ (মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড)/মিউজিক শাখায় উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান উভয় পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম মোট জিপিএ ৬.৫০ পেয়েছে; তবে যাদের উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ২.৭৫ রয়েছে তারা B1 উপ-ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।



অর্থবা

যে সকল ছাত্র/ছাত্রী বাংলাদেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১৬ বা ২০১৭ সালের মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০১৯ সালের ব্যবসায় শিক্ষা/সমমান শাখায় উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান উভয় পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম মোট জিপিএ ৭.০০ পেয়েছে; তবে যাদের উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ৩.২৫ রয়েছে তারা B1 উপ-ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

অর্থবা

যে সকল ছাত্র/ছাত্রী ২০১৬ সালের বা তৎপৰবর্তী সালের জিসিই 'ও' লেভেল পরীক্ষায় ন্যূনতম ২টি বিষয়ে 'বি'/সমমান গ্রেড ও ৩টি বিষয়ে 'সি'/সমমান গ্রেড পেয়েছে এবং ২০১৯ সালের জিসিই 'এ' লেভেল পরীক্ষায় ন্যূনতম ১টি বিষয়ে 'বি'/সমমান গ্রেড ও ২টি বিষয়ে 'সি'/সমমান গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে তারা B1 উপ-ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তির জন্য যারা ২০১৮ সালের উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষার ফলাফলে আবেদনের যোগ্য ছিল না তবে ২০১৯ সালের উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় (মান উন্নয়ন) অংশগ্রহণ করে যোগ্যতা অর্জন করেছে তারা আবেদনের যোগ্য বিবেচিত হবে।

এছাড়া ২০১৮ সালের মাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষায় (মান উন্নয়ন) অংশগ্রহণকৃত পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার ফলাফলে মান উন্নয়ন হলে তারাও আবেদনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১৯ সালের উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষায় যে সকল শিক্ষার্থী বিভিন্ন গ্রন্থপে বাংলা ও ইংরেজি বিষয়সহ পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও গণিত বিষয় নিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের গ্রন্থকে বিজ্ঞান গ্রন্থ হিসাবে বিবেচনা করা হবে। Higher Accounting বিষয়ে নিয়ে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর গ্রন্থকে ব্যবসায় শিক্ষা গ্রন্থ হিসাবে বিবেচনা করা হবে।

এছাড়াও প্রার্থী যে বিভাগ/ইনসিটিউটে ভর্তি হতে ইচ্ছুক তাকে নিম্নে ৩নং ত্রুটিকে উল্লিখিত এবং বিভাগ/ইনসিটিউটের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা ও শর্ত পূরণ করতে হবে।

৩। B1 উপ-ইউনিটের অন্তর্গত কলা ও মানববিদ্যা অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগ/ইনসিটিউটে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতাঃ

অনুষদ	বিভাগ/ইনসিটিউট	মাধ্যমিক/সমমান ও উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় যে বিষয়সমূহ থাকতে হবে।	ভর্তি পরীক্ষায় নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রাপ্ত ন্যূনতম নম্বর	অতিরিক্ত যোগ্যতা
কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ B1 উপ-ইউনিট	নাট্যকলা বিভাগ, চারুকলা ইনসিটিউট ও সংগীত বিভাগ	--	বাংলা -০৮ /ঐচ্ছিক ইংরেজি-১০, ইংরেজিতে-০৭ এবং সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে-১০ নম্বর পেতে হবে।	নাট্যকলা বিভাগ, চারুকলা ইনসিটিউট ও সংগীত বিভাগে (সাধারণ ও কোটাৱ আসনে) ভর্তিচু ও (MCQ) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের ফলাফল প্রকাশের পর অপশন প্রদানের ভিত্তিতে ২০ নম্বরের অতিরিক্ত একটি ব্যবহারিক পরীক্ষা দিতে হবে (পাশ নম্বর ৮)। লিখিত ও ব্যবহারিক পরীক্ষার পর সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের ফলাফল চূড়ান্ত করা হবে।

বিঃদ্র: ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য পরীক্ষার্থীদেরকে রেজিস্ট্রের, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বরাবর অতিরিক্ত ১০০/-টাকার অগ্রণী ব্যাংক এর যে
কোন শাখা কর্তৃক ইস্যুকৃত পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ কার্যালয়ে ব্যবহারিক পরীক্ষার দিন জমা দিতে হবে।

৪। B1 উপ-ইউনিট ভর্তি পরীক্ষার মান বন্টনঃ

বিষয়	নম্বর
বাংলা / এঙ্গিক ইংরেজি	৩৫
ইংরেজি	৩৫
সাধারণ জ্ঞান	৩০
মোট	১০০
পাশ নম্বরঃ ৪০	

উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় যারা মাতৃভাষা হিসেবে বাংলা পড়েনি তারা বাংলার পরিবর্তে এঙ্গিক ইংরেজি বিষয়ে উত্তর দেবে (বৃত্ত পূরণ করবে)। এক্ষেত্রে পাশ নম্বর ১০।

৫। মেধাক্ষেত্র ও মেধাক্রমঃ

ভর্তি পরীক্ষায় মোট প্রাপ্ত নম্বর থেকে প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কর্তন করা হবে। ১০০ (একশত) নম্বরের ভর্তি পরীক্ষায় সাধারণ আসনে ৪০ ও তদুর্ধ নম্বর প্রাপ্তদের এবং কোটার আসনে ৩৫ ও তদুর্ধ নম্বর প্রাপ্তদের তালিকা তৈরী করে প্রাপ্ত নম্বরের সাথে মাধ্যমিকের (৪র্থ বিষয়সহ) মোট জিপিএ'র ৪০% ও উচ্চ মাধ্যমিকের (৪র্থ বিষয়সহ) মোট জিপিএ'র ৬০% যোগ করে মোট ১২০ (একশত বিশ) নম্বরের সাথে ব্যবহারিক পরীক্ষার ২০ নম্বরসহ সর্বমোট ১৪০ (একশত চালিশ) নম্বরে ফলাফল চূড়ান্ত করে উন্নীর্ণ তালিকা মেধাক্রমানুসারে প্রস্তুত করা হবে।

মেধাক্ষেত্র সমান হলে নিম্নলিখিত ক্রমানুসারে মেধাক্রম তৈরী করা হবেঃ

- ক) ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর
- খ) ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজিতে প্রাপ্ত নম্বর
- গ) ভর্তি পরীক্ষায় বাংলায় প্রাপ্ত নম্বর
- ঘ) ভর্তি পরীক্ষায় সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর
- ঙ) সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর জন্ম তারিখ (জ্যৈষ্ঠতার ভিত্তিতে)

B ইউনিট ও B1 উপ-ইউনিটে ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলীর জন্য যোগাযোগের ঠিকানাঃ

কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ কার্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

ফোনঃ PABX : ২৬০৬০০১-১০, ২৬০৬০১৫-২৭, Ext: ৮৮৭১

মোবাইল নম্বরঃ ০১৫৫৫৫৫৫১৩৬; E-mail: cu.fac.arts@gmail.com

হেল্প ডেক্সঃ (সকাল ১০:০০ টা থেকে সন্ধ্যা ৭:০০ টা পর্যন্ত)

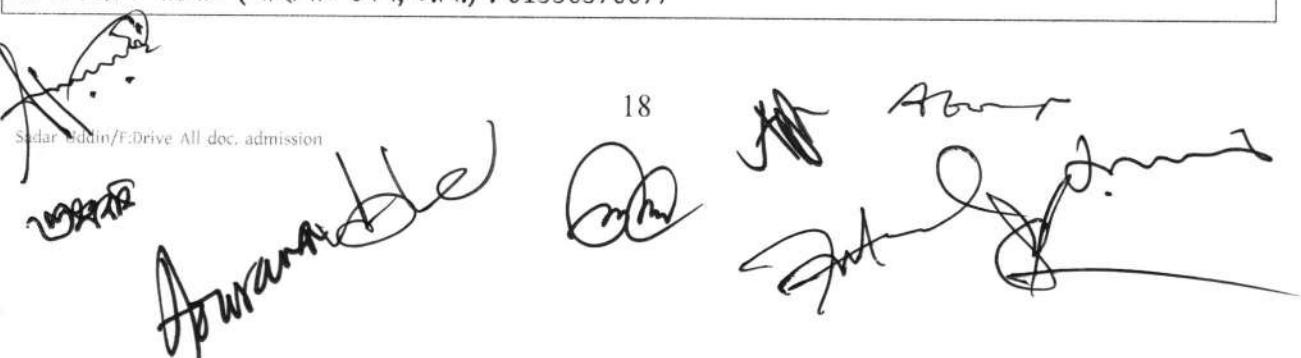
আইসিটি সেল, আই.টি ভবন (কক্ষ নং-২০১), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

ফোনঃ PABX : ২৬০৬০০১-১০, ২৬০৬০১৫-২৭, Ext: ৮২৫৯

E-mail: admission@cu.ac.bd

মোবাইল নম্বরঃ ০১৫৫৫৫৫৫১৪০, ০১৫৫৫৫৫৫১৪১

টেকনিক্যাল সাপোর্ট (আইসিটি সেল, চ.বি.) : ০১৫৫৬৫৭০০৭৭



চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

C ইউনিট

শিক্ষাবর্ষঃ ২০১৯-২০২০

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের C ইউনিটের অন্তর্গত ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদভুক্ত সকল বিভাগে ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ বিবিএ প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য আবেদন আহবান করা যাচ্ছে। বিবিএ প্রোগ্রাম ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদভুক্ত সকল বিভাগে ৮ (চার) বছর মেয়াদী।

ভর্তি পরীক্ষাঃ ৩০ অক্টোবর ২০১৯ তারিখ (বুধবার)

১। বিভিন্ন বিভাগে প্রথম বর্ষ বিবিএ প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য নির্ধারিত সাধারণ আসন সংখ্যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো (কোটা ব্যতিত)।

অনুষদ	ভর্তির বিভাগ	সাধারণ আসন সংখ্যা
ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ	একাউন্টিং বিভাগ	৮৭
	ম্যানেজমেন্ট বিভাগ	৬৫
	ফাইন্যান্স বিভাগ	৯৫
	মার্কেটিং বিভাগ	৭৭
	হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগ	৫০
	ব্যাংকিং এন্ড ইন্ড্রারেন্স বিভাগ	৬৭
মোট		৪৪১

২। ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা:

যে সকল ছাত্র/ছাত্রী বাংলাদেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১৬ বা ২০১৭ সালের মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০১৯ সালের ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান উভয় পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম মোট জিপিএ ৭.৫০ পেয়েছে; তবে যাদের উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ৩.৫০ রয়েছে তারা C ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

অর্থবা

যে সকল ছাত্র/ছাত্রী ২০১৬ বা ২০১৭ সালের মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০১৯ সালের হিসাব বিজ্ঞানসহ ডিপ্লোমা ইন কমার্স/ডিপ্লোমা ইন বিজনেস স্টাডিজ/ডিপ্লোমা ইন বিজনেস ম্যানেজমেন্ট উভয় পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম মোট জিপিএ ৭.৫০ পেয়েছে; তবে যাদের উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ৩.৫০ রয়েছে তারা C ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে। (Higher Accounting বিষয়ে নিয়ে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর গ্রন্থকে ব্যবসায় শিক্ষা গ্রন্থ হিসাবে বিবেচনা করা হবে।)

অর্থবা

যে সকল ছাত্র/ছাত্রী ২০১৬ সালের বা তৎপরবর্তী সালের জিসিই ‘ও’ লেভেল পরীক্ষায় ন্যূনতম ২টি বিষয়ে ‘বি’/সমমান গ্রেড ও ৩টি বিষয়ে ‘সি’/সমমান গ্রেড পেয়েছে এবং ২০১৯ সালের জিসিই ‘এ’ লেভেল (বাণিজ্য শাখা) পরীক্ষায় ন্যূনতম ২টি বিষয়ে ‘বি’/সমমান গ্রেড ও ১টি বিষয়ে ‘সি’/সমমান গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে তারা C ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।



২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তির জন্য যারা ২০১৮ সালের উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষার ফলাফলে আবেদনের যোগ্য ছিল না তবে ২০১৯ সালের উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় (মান উন্নয়ন) অংশগ্রহণ করে যোগ্যতা অর্জন করেছে তারা আবেদনের যোগ্য বিবেচিত হবে।

এছাড়া ২০১৮ সালের মাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষায় (মান উন্নয়ন) অংশগ্রহণকৃত পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার ফলাফলে মান উন্নয়ন হলে তারাও আবেদনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

এছাড়াও প্রার্থী যে বিভাগে ভর্তি হতে ইচ্ছুক তাকে নিম্নে তৃতীয় ক্রমিকে উল্লিখিত ঐ বিভাগের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা ও শর্ত পূরণ করতে হবে।

৩। C ইউনিটের অন্তর্গত ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা :

অনুষদ	বিভাগ	সাধারণ যোগ্যতা	উচ্চ মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত সর্বনিম্ন গ্রেড	বিশেষ যোগ্যতা (ভর্তি পরীক্ষায় নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রাপ্ত সর্বনিম্ন নম্বর)
ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ	একাউন্টিং বিভাগ	--	ইংরেজি-৮	হিসাব বিজ্ঞান-১২ ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ-১২
	ম্যানেজমেন্ট বিভাগ		ইংরেজি-৮	হিসাব বিজ্ঞান-১২ ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ-১২
	ফাইন্যান্স বিভাগ	--	ইংরেজি-৮	হিসাব বিজ্ঞান-১২ ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ-১২
	মার্কেটিং বিভাগ		ইংরেজি-৮	হিসাব বিজ্ঞান-১২ ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ-১২
	হিউম্যান রিসোৰ্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগ	--	ইংরেজি-৮	হিসাব বিজ্ঞান-১২ ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ-১২
	ব্যাংকিং এন্ড ইন্সুরেন্স বিভাগ		ইংরেজি-৮	হিসাব বিজ্ঞান-১২ ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ-১২

৪। C ইউনিট ভর্তি পরীক্ষার মান বন্টনঃ

বিষয়	নম্বর
ইংরেজি	৩০
হিসাব বিজ্ঞান	৩৫
ব্যবসায়ী নীতি ও প্রয়োগ (কারবার সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা, ব্যাংকিং ও বীমা)	৩৫
মোট	১০০
পাশ নম্বরঃ ৪০	

Sadar Uddin/F:Drive All doc. admission

20

৫। মেধাক্ষেত্র ও মেধাক্রমঃ

ভর্তি পরীক্ষায় মোট প্রাপ্ত নম্বর থেকে প্রতিটি ভুল উভয়ের জন্য ০.২৫ নম্বর কর্তৃন করা হবে। ১০০ (একশত) নম্বরের ভর্তি পরীক্ষায় সাধারণ আসনে ৪০ ও তদুর্ধ নম্বর প্রাপ্তদের এবং কোটির আসনে ৩৫ ও তদুর্ধ নম্বর প্রাপ্তদের তালিকা তৈরী করে প্রাপ্ত নম্বরের সাথে মাধ্যমিকের (৪র্থ বিষয়সহ) মোট জিপিএ'র ৪০% ও উচ্চ মাধ্যমিকের (৪র্থ বিষয়সহ) মোট জিপিএ'র ৬০% যোগ করে সর্বমোট ১২০ (একশত বিশ) নম্বরে ফলাফল চূড়ান্ত করে উত্তীর্ণ তালিকা মেধাক্রমানুসারে প্রস্তুত করা হবে।

মেধাক্ষেত্র সমান হলে নিম্নলিখিত ত্রুমানুসারে মেধাক্রম তৈরী করা হবেঃ

ক) ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর

খ) ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজিতে প্রাপ্ত নম্বর

গ) ভর্তি পরীক্ষায় হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর

C ইউনিটে ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলীর জন্য যোগাযোগের ঠিকানাঃ

ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ কার্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

ফোনঃ PABX : ২৬০৬০০১-১০, ২৬০৬০১৫-২৭, Ext: ৮২৯৩

মোবাইল নম্বরঃ ০১৫৫৫৫৫৫১৩৭

হেল্প ডেক্সঃ (সকাল ১০:০০ টা থেকে সন্ধ্যা ৭:০০ টা পর্যন্ত)

আইসিটি সেল, আই.টি ভবন (কক্ষ নং-২০১), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

ফোনঃ PABX : ২৬০৬০০১-১০, ২৬০৬০১৫-২৭, Ext: ৮২৫৯

E-mail: admission@cu.ac.bd

মোবাইল নম্বরঃ ০১৫৫৫৫৫১৪০, ০১৫৫৫৫৫১৪১

টেকনিক্যাল সাপোর্ট (আইসিটি সেল, চ.বি.) : ০১৫৫৬৫৭০০৭৭



চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

D ইউনিট

শিক্ষাবর্ষঃ ২০১৯-২০২০

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের D ইউনিটের অন্তর্গত সমাজ বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত সকল বিভাগ, আইন অনুষদভুক্ত আইন বিভাগ, ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদভুক্ত সকল বিভাগ (উচ্চ মাধ্যমিকে বিজ্ঞান/মানবিক শাখা) এবং জীববিজ্ঞান অনুষদভুক্ত ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা এবং মনোবিজ্ঞান বিভাগে (উচ্চ মাধ্যমিকে মানবিক শাখা) ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ বি.এস.এস (সম্মান)/ এলএলবি (সম্মান)/বিবিএ প্রোগ্রাম/বি.এসসি (সম্মান) কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন আহ্বান করা যাচ্ছে। উক্ত ইউনিটের অন্তর্গত বিভিন্ন অনুষদের অধীন সকল বিভাগে স্নাতক (সম্মান) কোর্স ৪ (চার) বছর মেয়াদী।

ভর্তি পরীক্ষাঃ ২৮ অক্টোবর ২০১৯ তারিখ (সোমবার)

১। বিভিন্ন বিভাগে প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তির জন্য নির্ধারিত সাধারণ আসন সংখ্যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো (কোটা ব্যতিত)।

অনুষদ	ভর্তির বিভাগ	সাধারণ আসন সংখ্যা
	<u>অর্থনীতি বিভাগ</u>	
	মানবিক ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি গ্রুপ	৪০
	বিজ্ঞান গ্রুপ	৬৬
	ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ	২৬
	<u>রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ</u>	
	মানবিক ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি গ্রুপ	৫৩
	বিজ্ঞান গ্রুপ	৫৩
	ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ	২৬
	<u>সমাজতত্ত্ব বিভাগ</u>	
	মানবিক ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি গ্রুপ	৫৩
	বিজ্ঞান গ্রুপ	৫৩
	ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ	২৬
	<u>লোকপ্রশাসন বিভাগ</u>	
	মানবিক ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি গ্রুপ	৫৩
	বিজ্ঞান গ্রুপ	৫৩
	ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ	২৬
	<u>নূরবিজ্ঞান বিভাগ</u>	
	মানবিক ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি গ্রুপ	৩৪
	বিজ্ঞান গ্রুপ	৩৪
	ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ	১৭

The image shows three handwritten signatures in black ink, likely belonging to university officials, placed at the bottom right corner of the page.

অনুষদ	ভর্তির বিভাগ	সাধারণ আসন সংখ্যা
	আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ	
	মানবিক ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি গ্রুপ	৩৪
	বিজ্ঞান গ্রুপ	৩৪
	ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ	১৭
	যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ	
	মানবিক ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি গ্রুপ	২৪
	বিজ্ঞান গ্রুপ	২৪
	ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ	১২
সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ	ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ	
	মানবিক ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি গ্রুপ	১২
	বিজ্ঞান গ্রুপ	১২
	ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ	০৬
	ক্রিমিনোলজি এন্ড পুলিশ সায়েন্স বিভাগ	
	মানবিক ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি গ্রুপ	১২
	বিজ্ঞান গ্রুপ	১২
	ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ	০৬
আইন অনুষদ	আইন বিভাগ	১১৫
	একাউন্টিং বিভাগ	
	বিজ্ঞান গ্রুপ	২০
	মানবিক গ্রুপ	০৩
	ম্যানেজমেন্ট বিভাগ	
	বিজ্ঞান গ্রুপ	৮০
	মানবিক গ্রুপ	০৫
ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ	ফাইন্যান্স বিভাগ	
	বিজ্ঞান গ্রুপ	১০
	মানবিক গ্রুপ	০৫
	মার্কেটিং বিভাগ	
	বিজ্ঞান গ্রুপ	৩০
	মানবিক গ্রুপ	০৩

Sadar Uddin/E:\Drive\All doc\admission

Sadar Uddin/F:Drive All doc. admission

ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ	হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগ	
	বিজ্ঞান গ্রুপ	৪৭
	মানবিক গ্রুপ	০৩
	ব্যাংকিং এন্ড ইন্সুরেন্স বিভাগ	
	বিজ্ঞান গ্রুপ	৩০
(শুধুমাত্র মানবিক শাখার জন্য)	মানবিক গ্রুপ	০৩
	ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা	১০
	মনোবিজ্ঞান	১৮
	মোট:	১১৬০

বিঃ দ্রঃ সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের অন্তর্গত বিভাগসমূহে কোন গ্রুপের আসন থালি থাকলে অন্য গ্রুপের ছাত্র-ছাত্রী দ্বারা মেধাক্রমানুসারে থালি আসন পূরণ করা যাবে।

২। ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতাঃ

যে সকল ছাত্র/ছাত্রী বাংলাদেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১৬ বা ২০১৭ সালের মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০১৯ সালের উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান উভয় পরীক্ষায় যে কোন শাখায় চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম মোট জিপিএ ৭.০০ পেয়েছে; তবে যাদের উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ৩.২৫ রয়েছে তারা D ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে। তবে নিম্নে উল্লিখিত অনুষদ ভিত্তিক ন্যূনতম যোগ্যতাও প্রযোজ্য হবে।

২.১। যে সকল ছাত্র/ছাত্রী বাংলাদেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১৬ বা ২০১৭ সালের মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০১৯ সালের বিজ্ঞান/কৃষি বিজ্ঞান/মানবিক বা মিউজিক বা সাধারণ (মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড)/ব্যবসায় শিক্ষা/ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা/অর্থনীতি বিষয়সহ গার্হস্থ্য অর্থনীতি শাখায় উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান উভয় পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম মোট জিপিএ ৭.০০ পেয়েছে; তবে যাদের উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ৩.২৫ রয়েছে তারা সমাজ বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত সকল বিভাগে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

২.২। যে সকল ছাত্র/ছাত্রী বাংলাদেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১৬ বা ২০১৭ সালের মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০১৯ সালের যে কোন শাখায় উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান উভয় পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম মোট জিপিএ ৭.৫০ পেয়েছে; তবে যাদের উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ৩.৫০ রয়েছে তারা আইন অনুষদভুক্ত আইন বিভাগে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

২.৩। যে সকল ছাত্র/ছাত্রী বাংলাদেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১৬ বা ২০১৭ সালের মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০১৯ সালের বিজ্ঞান/কৃষি বিজ্ঞান/মানবিক বা মিউজিক বা সাধারণ (মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড) শাখায় উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান উভয় পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম মোট জিপিএ ৭.৫০ পেয়েছে; তবে যাদের উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ৩.৫০ রয়েছে তারা ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদভুক্ত সকল বিভাগে (বিজ্ঞান ও মানবিক গ্রুপ) ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

অথবা

যে সকল ছাত্র/ছাত্রী ২০১৬ বা ২০১৭ সালের মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০১৯ সালের হিসাব বিজ্ঞান ব্যতিত ডিপ্লোমা ইন কমার্স /ডিপ্লোমা ইন বিজনেস স্টাডিজ/ডিপ্লোমা ইন বিজনেস ম্যানেজমেন্ট উভয় পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম মোট জিপিএ ৭.৫০ পেয়েছে; তবে যাদের উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ৩.৫০ রয়েছে তারা ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদভুক্ত সকল বিভাগে (বিজ্ঞান ও মানবিক ফর্ম) ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

২.৪। যে সকল ছাত্র/ছাত্রী বাংলাদেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১৬ বা ২০১৭ সালের মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০১৯ সালের মানবিক বা মিউজিক বা সাধারণ (মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড) শাখায় উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সমমান উভয় পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম মোট জিপিএ ৭.০০ পেয়েছে; তবে যাদের উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ৩.২৫ রয়েছে তারা জীববিজ্ঞান অনুষদভুক্ত ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা এবং মনোবিজ্ঞান বিভাগে (মানবিক ফর্ম) ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

২.৫। (i) যে সকল ছাত্র/ছাত্রী ২০১৬ সালের বা তৎপরবর্তী সালে জিসিই ‘ও’ লেভেল পরীক্ষায় ন্যূনতম ২টি বিষয়ে ‘বি’/সমমান গ্রেড ও ৩টি বিষয়ে ‘সি’/সমমান গ্রেড পেয়েছে এবং ২০১৯ সালের জিসিই ‘এ’ লেভেল (বিজ্ঞান/বাণিজ্য শাখা) পরীক্ষায় ন্যূনতম ১টি বিষয়ে ‘বি’/সমমান গ্রেড ও ২টি বিষয়ে ‘সি’/সমমান গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে তারা D ইউনিটের অন্তর্গত সমাজ বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত সকল বিভাগ ও আইন বিভাগে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

(ii) যে সকল ছাত্র/ছাত্রী ২০১৬ সালের বা তৎপরবর্তী সালে জিসিই ‘ও’ লেভেল পরীক্ষায় ন্যূনতম ২টি বিষয়ে ‘বি’/সমমান গ্রেড ও তিটি বিষয়ে ‘সি’/সমমান গ্রেড পেয়েছে এবং ২০১৯ সালের জিসিই ‘এ’ লেভেল (বিজ্ঞান শাখা) পরীক্ষায় ন্যূনতম ২টি বিষয়ে ‘বি’/সমমান গ্রেড ও ১টি বিষয়ে ‘সি’/সমমান গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে তারা D ইউনিটের অন্তর্গত ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদভুক্ত সকল বিভাগে (বিজ্ঞান গ্রন্থপ) ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তির জন্য যারা ২০১৮ সালের উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষার ফলাফলে আবেদনের যোগ্য ছিল না তবে ২০১৯ সালের উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় (মান উন্নয়ন) অংশগ্রহণ করে যোগ্যতা অর্জন করেছে তারা আবেদনের যোগ্য বিবেচিত হবে।

এছাড়া ২০১৮ সালের মাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষায় (মান উন্নয়ন) অংশগ্রহণকৃত পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার ফলাফলে মান উন্নয়ন হলে তারাও আবেদনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১৯ সালের উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষায় যে সকল শিক্ষার্থী বিভিন্ন গ্রুপে বাংলা ও ইংরেজি বিষয়সহ পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও গণিত বিষয় নিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের গ্রুপকে বিজ্ঞান গ্রুপ হিসাবে বিবেচনা করা হবে। Higher Accounting বিষয়ে নিয়ে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর গ্রুপকে ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ হিসাবে বিবেচনা করা হবে।

এছাড়াও প্রার্থী যে বিভাগে ভর্তি হতে ইচ্ছুক তাকে নিম্নে তৃনং ক্রমিকে উল্লিখিত ঐ বিভাগের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা ও শর্ত প্ররূপ করতে হবে।

Sadar Uddin/F:Drive All doc. admission

25

৩। D ইউনিটের অন্তর্গত বিভিন্ন অনুষদভুক্ত বিভাগে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা:

অনুষদ	বিভাগ	সাধারণ যোগ্যতা	উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত সর্বনিম্ন গ্রেড	বিশেষ যোগ্যতা (ভর্তি পরীক্ষায় নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রাপ্ত সর্বনিম্ন নম্বর)
অনুষদ সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ	অর্থনীতি	--	অর্থনীতি/গণিত বিষয়ে কমপক্ষে গ্রেড পয়েন্ট ২.০০	বাংলা -৮ ইংরেজি-৮ বিশ্লেষণ দক্ষতা-৭ সাধারণ জ্ঞান/গণিত/অর্থনীতি-৭
	রাজনীতি বিজ্ঞান		--	বাংলা -৮ ইংরেজি-৮ বিশ্লেষণ দক্ষতা-৭ সাধারণ জ্ঞান/গণিত/অর্থনীতি-৭
	সমাজতত্ত্ব		--	বাংলা -৮ ইংরেজি-৮ বিশ্লেষণ দক্ষতা-৭ সাধারণ জ্ঞান/গণিত/অর্থনীতি-৭
	লোকপ্রশাসন		--	বাংলা -৮ ইংরেজি-৮ বিশ্লেষণ দক্ষতা-৭ সাধারণ জ্ঞান/গণিত/অর্থনীতি-৭
	নৃবিজ্ঞান		--	বাংলা -৮ ইংরেজি-৮ বিশ্লেষণ দক্ষতা-৭ সাধারণ জ্ঞান/গণিত/অর্থনীতি-৭
	আন্তর্জাতিক সম্পর্ক		--	বাংলা -৮ ইংরেজি-৮ বিশ্লেষণ দক্ষতা-৭ সাধারণ জ্ঞান/গণিত/অর্থনীতি-৭
	যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা		--	বাংলা -৮ ইংরেজি-৮ বিশ্লেষণ দক্ষতা-৭ সাধারণ জ্ঞান/গণিত/অর্থনীতি-৭
	ডেভেলপমেন্ট স্টোডিজ		--	বাংলা -৮ ইংরেজি-৮ বিশ্লেষণ দক্ষতা-৭ সাধারণ জ্ঞান/গণিত/অর্থনীতি-৭
	ক্রিমিনোলজি এন্ড পুলিশ সায়েন্স		--	বাংলা -৮ ইংরেজি-৮ বিশ্লেষণ দক্ষতা-৭ সাধারণ জ্ঞান/গণিত/অর্থনীতি-৭

অনুষদ	বিভাগ	সাধারণ যোগ্যতা	উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত সর্বনিম্ন গ্রেড	বিশেষ যোগ্যতা (ভর্তি পরীক্ষায় নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রাপ্ত সর্বনিম্ন নথর)
আইন অনুষদ	আইন বিভাগ	--	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষায় ইংরেজি বিষয়ে গ্রেড পয়েন্ট ৩.০০ পেতে হবে।	বাংলা -১০ ইংরেজি-১৫ বিশ্লেষণ দক্ষতা-৭ সাধারণ জ্ঞান/গণিত/অর্থনীতি-৮
ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ	একাউন্টিং	--	--	বাংলা -৮ ইংরেজি-৮ বিশ্লেষণ দক্ষতা-৭ সাধারণ জ্ঞান/গণিত/অর্থনীতি-৭
	ম্যানেজমেন্ট	--	--	বাংলা -৮ ইংরেজি-৮ বিশ্লেষণ দক্ষতা-৭ সাধারণ জ্ঞান/গণিত/অর্থনীতি-৭
	ফাইন্যান্স	--	--	বাংলা -৮ ইংরেজি-৮ বিশ্লেষণ দক্ষতা-৭ সাধারণ জ্ঞান/গণিত/অর্থনীতি-৭
	মার্কেটিং	--	--	বাংলা -৮ ইংরেজি-৮ বিশ্লেষণ দক্ষতা-৭ সাধারণ জ্ঞান/গণিত/অর্থনীতি-৭
	হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট	--	--	বাংলা -৮ ইংরেজি-৮ বিশ্লেষণ দক্ষতা-৭ সাধারণ জ্ঞান/গণিত/অর্থনীতি-৭
	ব্যাংকিং এন্ড ইল্যুরেল	--	--	বাংলা -৮ ইংরেজি-৮ বিশ্লেষণ দক্ষতা-৭ সাধারণ জ্ঞান/গণিত/অর্থনীতি-৭
জীববিজ্ঞান অনুষদ	ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা	ভূগোল বিষয়সহ মানবিক শাখায় উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ	ভূগোল বিষয়ে কমপক্ষে গ্রেড পয়েন্ট ৩.০০ পেতে হবে।	বাংলা -৮ ইংরেজি-৮ বিশ্লেষণ দক্ষতা-৭ সাধারণ জ্ঞান/গণিত/অর্থনীতি-৭
	মনোবিজ্ঞান	মনোবিজ্ঞান বিষয়সহ মানবিক শাখায় উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ	মনোবিজ্ঞান বিষয়ে কমপক্ষে গ্রেড পয়েন্ট ৩.০০ পেতে হবে।	বাংলা -৮ ইংরেজি-৮ বিশ্লেষণ দক্ষতা-৭ সাধারণ জ্ঞান/গণিত/অর্থনীতি-৭

৪। D ইউনিট ভর্তি পরীক্ষার মান বন্টনঃ	
বিষয়	নম্বর
বাংলা/ ঐচ্ছিক ইংরেজি	৩০
ইংরেজি	৩০
বিশ্লেষণ দক্ষতা	২০
সাধারণ জ্ঞান/গণিত/অর্থনীতি	২০
মোট	১০০
পাশ নম্বরঃ ৪০	

উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় যারা মাতৃভাষা হিসেবে বাংলা পড়েনি তারা বাংলার পরিবর্তে ঐচ্ছিক ইংরেজি বিষয়ে উত্তর দেবে (বৃত্ত পূরণ করবে)। এক্ষেত্রে আইন বিভাগে পাশ নম্বর ১০ ও অন্যান্য বিভাগে পাশ নম্বর ৮।

৫। মেধাক্ষের ও মেধাক্রমঃ

ভর্তি পরীক্ষায় মোট প্রাপ্ত নম্বর থেকে প্রতিটি ভুল উভয়ের জন্য ০.২৫ নম্বর কর্তন করা হবে। ১০০ (একশত) নম্বরের ভর্তি পরীক্ষায় সাধারণ আসনে ৪০ ও তদুর্ধ নম্বর প্রাপ্তদের এবং কোটার আসনে ৩৫ ও তদুর্ধ নম্বর প্রাপ্তদের তালিকা তৈরী করে প্রাপ্ত নম্বরের সাথে মাধ্যমিকের (৪র্থ বিষয়সহ) মোট জিপিএ'র ৪০% ও উচ্চ মাধ্যমিকের (৪র্থ বিষয়সহ) মোট জিপিএ'র ৬০% যোগ করে সর্বমোট ১২০ (একশত বিশ) নম্বরে ফলাফল চূড়ান্ত করে উন্নীর্ণ তালিকা মেধাক্রমানসারে প্রস্তুত করা হবে।

মেধাক্ষেত্র সমান হলে নিম্নলিখিত ক্রমানুসারে মেধাক্রম তৈরী করা হবেঃ

- ক) ভর্তি পরীক্ষায় প্রাণ্ত নম্বর
 খ) ভর্তি পরীক্ষায় বিশ্লেষণ দক্ষতা বিষয়ে প্রাণ্ত নম্বর
 গ) ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজিতে প্রাণ্ত নম্বর



ICT University of Chittagong
All Rights Reserved
<https://www.facebook.com/ictcuet/>

পরাক্ষয় ইংরেজিতে প্রাপ্ত নম্বর

Parikshit Parikh
S. S. Bhattacharya
A. Chatterjee
A. Bhattacharya
A. Bhattacharya
A. Bhattacharya
A. Bhattacharya
A. Bhattacharya

D1 উপ-ইউনিট

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের D ইউনিটের অন্তর্গত শিক্ষা অনুষদভুক্ত D1 উপ-ইউনিটের আওতায় ফিজিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্পোর্টস সায়েন্স বিভাগে ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে বিপিই (সম্মান) কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন আহবান করা যাচ্ছে। এ বিভাগে স্নাতক (সম্মান) কোর্স ৪ (চার) বছর মেয়াদী।

D ইউনিটভুক্ত শিক্ষা অনুষদের অধীন ফিজিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্পোর্টস সায়েন্স বিভাগে ভর্তিচ্ছ শিক্ষার্থীদের D1 উপ-ইউনিটে আবেদন করতে হবে। D1 উপ-ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এ বিভাগে ভর্তিচ্ছ শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ৩০ নম্বরের ব্যবহারিক পরীক্ষা (সাধারণ ও কোটা আসনে) প্রযোজ্য হবে। ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য পরীক্ষার্থীকে রেজিস্ট্রার, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বরাবর অতিরিক্ত ১০০/- (একশত) টাকার অগ্রণী ব্যাংক এর যে কোন শাখা কর্তৃক ইস্যুকৃত পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট শিক্ষা অনুষদ কার্যালয়ে ব্যবহারিক পরীক্ষার দিন জমা দিতে হবে।

ভর্তি পরীক্ষাঃ ৩১ অক্টোবর ২০১৯ তারিখ (বৃহস্পতিবার) সময়ঃ বেলা ২:১৫ টা

১। এ বিভাগে প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তির জন্য নির্ধারিত সাধারণ আসন সংখ্যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো (কোটা ব্যতিত)।

অনুষদ	ভর্তির বিভাগ	সাধারণ আসন সংখ্যা
শিক্ষা অনুষদ (D1 উপ-ইউনিট)	ফিজিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্পোর্টস সায়েন্স বিভাগ	৩০

২। ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতাঃ

২.১। যে সকল ছাত্র/ছাত্রী বাংলাদেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১৬ বা ২০১৭ সালের মাধ্যমিক বা দাখিল বা সমমান পরীক্ষা এবং ২০১৯ সালের উচ্চ মাধ্যমিক বা আলিম বা সময়ান উভয় পরীক্ষায় যে কোন শাখায় চতুর্থ বিষয়সহ ন্যূনতম মোট জিপিএ ৬.০০ পেয়েছে; তবে যাদের উভয় পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ২.৫০ রয়েছে তারা শিক্ষা অনুষদভুক্ত ফিজিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্পোর্টস সায়েন্স বিভাগে (D1 উপ-ইউনিট) ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

২.২। যে সকল ছাত্র/ছাত্রী ২০১৬ সালের বা তৎপরবর্তী সালে জিসিই ‘ও’ লেভেল পরীক্ষায় ন্যূনতম ২টি বিষয়ে ‘বি’/সমমান গ্রেড ও ৩টি বিষয়ে ‘সি’/সমমান গ্রেড পেয়েছে এবং ২০১৯ সালের জিসিই ‘এ’ লেভেল (বিজ্ঞান/বাণিজ্য শাখা) পরীক্ষায় ন্যূনতম ১টি বিষয়ে ‘বি’/সমমান গ্রেড ও ২টি বিষয়ে ‘সি’/সমমান গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে তারা D ইউনিটের অন্তর্গত শিক্ষা অনুষদভুক্ত ফিজিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্পোর্টস সায়েন্স বিভাগে (D1 উপ-ইউনিট) ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তির জন্য যারা ২০১৮ সালের উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষার ফলাফলে আবেদনের যোগ্য ছিল না তবে ২০১৯ সালের উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় (মান উন্নয়ন) অংশগ্রহণ করে যোগ্যতা অর্জন করেছে তারা আবেদনের যোগ্য বিবেচিত হবে।

এছাড়া ২০১৮ সালের মাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষায় (মান উন্নয়ন) অংশগ্রহণকৃত পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার ফলাফলে মান উন্নয়ন হলে তারাও আবেদনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০১৯ সালের উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষায় যে সকল শিক্ষার্থী বিভিন্ন গ্রুপে বাংলা ও ইংরেজি বিষয়সহ পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও গণিত বিষয় নিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের গ্রুপকে বিজ্ঞান গ্রুপ হিসাবে বিবেচনা করা হবে। Higher Accounting বিষয়ে নিয়ে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর গ্রুপকে ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ হিসাবে বিবেচনা করা হবে।

এছাড়াও প্রার্থী যে বিভাগে ভর্তি হতে ইচ্ছুক তাকে নিম্ন তিনি ক্রমিকে উল্লিখিত এই বিভাগের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা ও শর্ত পূরণ করতে হবে।

৩। D1 উপ-ইউনিটের অন্তর্গত শিক্ষা অনুষদভুক্ত ফিজিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্পোর্টস সায়েন্স বিভাগে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা :

অনুষদ	বিভাগ	সাধারণ যোগ্যতা	উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত সর্বনিম্ন গ্রেড	বিশেষ যোগ্যতা (ভর্তি পরীক্ষায় নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রাপ্ত সর্বনিম্ন নম্বর)
শিক্ষা অনুষদ D1 উপ-ইউনিট	ফিজিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্পোর্টস সায়েন্স বিভাগ	--	--	বাংলা/ঐচ্ছিক ইংরেজি -৮ ইংরেজি-৭ সাধারণ জ্ঞান-৮ ব্যবহারিক পরীক্ষা: ফিল্ড টেস্ট- ১২ খেলাধুলার সনদ- ২

৪। D1 উপ-ইউনিট ভর্তি পরীক্ষার মান বন্টনঃ

বিষয়	নম্বর
বাংলা/ঐচ্ছিক ইংরেজি	৩৫
ইংরেজি	৩০
সাধারণ জ্ঞান	৩৫
মোট	১০০
পাশ নম্বরঃ ৩৫	
শুধুমাত্র বিকেএসপি ও পেশাদার খেলোয়াড় কোটায় পাশ নম্বরঃ ৩০	
ফিজিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্পোর্টস সায়েন্স বিভাগের জন্য ব্যবহারিক পরীক্ষা (সাধারণ ও কোটার আসনে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের অবশ্যই ব্যবহারিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হবে।)	ফিল্ড টেস্ট খেলাধুলার সনদ
	২০ ১০

উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় যারা মাতৃভাষা হিসেবে বাংলা পড়েনি তারা বাংলার পরিবর্তে ঐচ্ছিক ইংরেজি বিষয়ে উত্তর দেবে (বৃত্ত পূরণ করবে)। এক্ষেত্রে পাশ নম্বর-৮।

৫। মেধাক্ষেত্র ও মেধাক্রমঃ

D1 উপ-ইউনিট ভর্তি পরীক্ষায় (MCQ) মোট প্রাণ্ড নম্বর থেকে প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কর্তন করা হবে। ১০০ (একশত) নম্বরের ভর্তি পরীক্ষায় সাধারণ এবং কোটার আসনে ৩৫ (শুধুমাত্র বিকেএসপি ও পেশাদার খেলোয়াড় কোটায় পাশ নম্বরঃ ৩০) ও তদুর্ধ নম্বর প্রাণ্ডের তালিকা তৈরী করে প্রাণ্ড নম্বরের সাথে মাধ্যমিকের (৪র্থ বিষয়সহ) মোট জিপিএ'র ৮০% ও উচ্চ মাধ্যমিকের (৪র্থ বিষয়সহ) মোট জিপিএ'র ৬০% যোগ করে মোট ১২০ (একশত বিশ) নম্বরের সাথে ব্যবহারিক পরীক্ষার ৩০ নম্বরসহ সর্বমোট ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) নম্বরে ফলাফল চূড়ান্ত করে উন্নীর্ণ তালিকা মেধাক্রমানুসারে প্রস্তুত করা হবে।

মেধাক্ষেত্রে সমান হলে নিম্নলিখিত ক্রমানুসারে মেধাক্রম তৈরী করা হবেঃ

- ক) ভর্তি পরীক্ষায় প্রাণ্ত নম্বর
 খ) ভর্তি পরীক্ষায় সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে প্রাণ্ত নম্বর
 গ) ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজিতে প্রাণ্ত নম্বর

D ইউনিট ও D1 উপ-ইউনিটের ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলীর জন্য যোগাযোগের ঠিকানা:

শিক্ষা অনৱাদ কার্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

ফোনঃ PABX : ২৬০৬০০১-১০, ২৬০৬০১৫-২৭, Ext: ৮৮৫৮/৮৮৯৬

মোবাইল নম্বরঃ 01555555138 (সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ), 01555555139 (আইন অনুষদ),

01555555165 (শিক্ষা অনুষদ), 01555555137 (ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ), 01555555142 (জীববিজ্ঞান অনুষদ)।

হেল্প ডেক্সঃ (সকাল ১০:০০ টা থেকে সন্ধ্যা ৭:০০ টা পর্যন্ত)

আইসিটি সেল, আই.টি ভবন (কক্ষ নং-২০১), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

ফোনঃ PABX : ২৬০৬০০১-১০, ২৬০৬০১৫-২৭, Ext: ৮২৫৯

E-mail: admission@cu.ac.bd

মোবাইল নম্বরঃ 01555555140, 01555555141

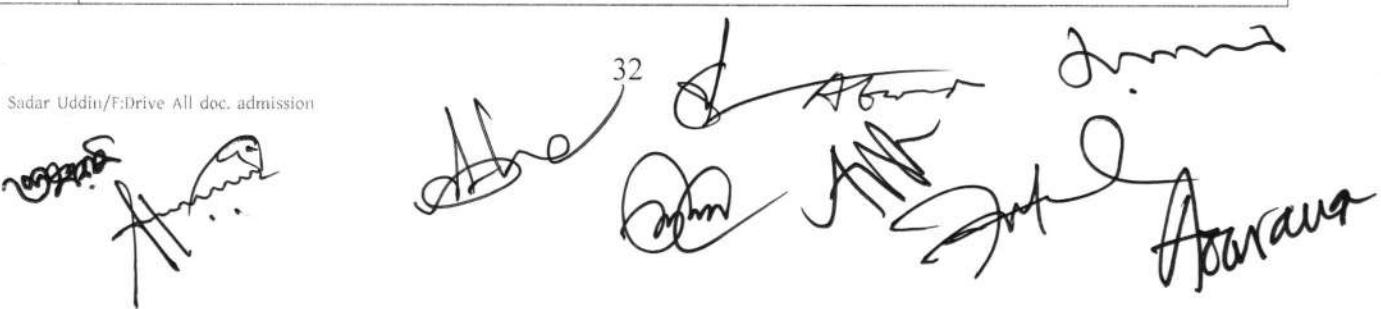
টেকনিক্যাল সাপোর্ট (আইসিটি সেল, চ.বি.) : 01556570077



চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ ন্যাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তি পরীক্ষা ও ভর্তির নিয়মাবলীঃ

১.	<p>এক ঘন্টা ব্যাপী একশত নম্বরের ভর্তি পরীক্ষা MCQ পদ্ধতিতে নেয়া হবে। তবে নাট্যকলা বিভাগ, চারুকলা ইনসিটিউট, সংগীত এবং ফিজিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্পোর্টস সায়েন্স বিভাগের ভর্তি পরীক্ষা MCQ এবং ব্যবহারিক উভয় পদ্ধতির সমন্বয়ে নেয়া হবে।</p>
২.	<p>ভর্তি পরীক্ষায় মোট প্রাণ্ত নম্বর থেকে প্রতিটি ভুল উভরের জন্য ০.২৫ নম্বর কর্তন করা হবে। ১০০ (একশত) নম্বরের ভর্তি পরীক্ষায় সাধারণ আসনে ৪০ ও তদুর্ধ নম্বর প্রাণ্তদের এবং কোটার আসনে ৩৫ ও তদুর্ধ নম্বর প্রাণ্তদের তালিকা তৈরী করে প্রাণ্ত নম্বরের সাথে মাধ্যমিকের (৪ৰ্থ বিষয়সহ) মোট জিপিএ'র ৪০% ও উচ্চ মাধ্যমিকের (৪ৰ্থ বিষয়সহ) মোট জিপিএ'র ৬০% যোগ করে সর্বমোট ১২০ (একশত বিশ) নম্বরে ফলাফল চূড়ান্ত করে উল্লীৰ্ণ তালিকা মেধাক্রমানুসারে প্রস্তুত করে ফলাফল প্রকাশ করা হবে।</p> <p>তবে B1 উপ-ইউনিটের ক্ষেত্রে একই নিয়মে ১২০ নম্বরের সাথে ব্যবহারিক পরীক্ষার ২০ নম্বরসহ সর্বমোট ১৪০ (একশত চালিশ) নম্বরে ফলাফল চূড়ান্ত করা হবে।</p> <p>D1 উপ ইউনিটে-ক্ষেত্রে ১০০ (একশত) নম্বরের ভর্তি পরীক্ষায় সাধারণ এবং কোটার আসনে ৩৫ (<u>শুধুমাত্র বিকেএসপি ও পেশাদার খেলোয়াড় কোটায় পাশ নম্বরঃ ৩০)</u>) ও তদুর্ধ নম্বর প্রাণ্তদের তালিকা তৈরী করে প্রাণ্ত নম্বরের সাথে মাধ্যমিকের (৪ৰ্থ বিষয়সহ মোট জিপিএ'র ৪০% ও উচ্চ মাধ্যমিকের (৪ৰ্থ বিষয়সহ মোট জিপিএ'র ৬০% যোগ করে মোট ১২০ (একশত বিশ) নম্বরের সাথে ব্যবহারিক পরীক্ষার ৩০ নম্বরসহ সর্বমোট ১৫০ (একশত পঞ্চাশনম্বরে (ফলাফল চূড়ান্ত করে উল্লীৰ্ণ তালিকা মেধাক্রমানুসারে প্রস্তুত করা হবে।</p>
৩.	<p>প্রশ্নপত্র (ইংরেজি বিষয় ছাড়া) সাধারণত বাংলায় প্রণীত হবে। তবে কোন ইউনিটে ইংরেজি মাধ্যমের ভর্তিচ্ছ শিক্ষার্থী থাকলে তাদের জন্য সেই ইউনিটে বাংলায় প্রণীত প্রশ্নপত্রের ইংরেজি অনুদিত প্রশ্নপত্র সরবরাহ করা হবে।</p>
৪.	<p>কোন শিক্ষার্থী ইংরেজী মাধ্যমে পরীক্ষা দিতে চাইলে স্ব স্ব ইউনিট/উপ-ইউনিটে আবেদন করার সময় তা সঠিকভাবে নির্বাচন করতে হবে।</p> <p>GCE O/A লেভেলের শিক্ষার্থীদেরকে ইংরেজী মাধ্যমে পরীক্ষা দিতে চাইলে স্ব স্ব ইউনিট/উপ-ইউনিটে আবেদন করার সময় তা সঠিকভাবে নির্বাচন করতে হবে।</p>
৫.	<p>ভর্তিচ্ছ সকল ছাত্র/ছাত্রীকে ভর্তি পরীক্ষা সম্পর্কিত সকল তথ্য নিজ দায়িত্বে সংশ্লিষ্ট ইউনিট অফিস থেকে অথবা চ.বি. ভর্তির ওয়েবসাইট থেকে (http://admission.cu.ac.bd) জেনে নিতে হবে। চিঠির মাধ্যমে কোন প্রার্থীকে কিছু জানানো হবে না।</p>
৬.	<p>ভর্তি পরীক্ষার সিট প্ল্যান স্ব স্ব ইউনিট অফিসের নোটিশ বোর্ডে এবং চ.বি. ভর্তির ওয়েবসাইটে (http://admission.cu.ac.bd) প্রচার করা হবে। ছাত্র/ছাত্রীকে নিজ দায়িত্বে নির্ধারিত কক্ষ নম্বর ও আসন সম্পর্কিত তথ্য জেনে নিয়ে পরীক্ষার দিন নির্দিষ্ট কক্ষ ও আসনে বসে পরীক্ষা দিতে হবে।</p>
৭.	<p>ভর্তি পরীক্ষার ৪৮ ঘন্টা পূর্বে থেকে বিস্তারিত আসন বিন্যাস চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির ওয়েব সাইটে (http://admission.cu.ac.bd) দেখা যাবে। এছাড়া আবেদনকারীকে প্রবেশপত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী এসএমএস এর মাধ্যমে নিজ নিজ আসন বিন্যাস জানিয়ে দেয়া হবে।</p>



৮.	ভর্তি পরীক্ষার সময় ভর্তিচ্ছু প্রার্থীর দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষার মূল রেজিস্ট্রেশন কার্ড, A লেভেলের Statement of Entry এর মূলকপি এবং ডাউনলোডকৃত দুই কপি প্রবেশপত্র পরীক্ষার হলে অবশ্যই সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে।
৯.	ভর্তি পরীক্ষার উত্তরপত্র চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সরবরাহ করবে। উত্তরপত্রের বৃত্তগুলো শুধুমাত্র কালো কালির বল পেন দ্বারা ভরাট করতে হবে, যাতে বৃত্তের লেখাগুলো দেখা না যায়। অন্য কালি দিয়ে বৃত্ত ভরাট করা বা লেখা যাবে না। প্রতি পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে উত্তরপত্রের সাথে প্রশ্নপত্রও জমা নেয়া হবে। কোন পরীক্ষার্থীকে প্রশ্নপত্র নিয়ে পরীক্ষার হলের বাইরে কোন অবস্থাতেই যেতে দেয়া হবে না।
১০.	ভর্তি পরীক্ষার উত্তরপত্র কম্পিউটারের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হবে। তাই এটি ভাঁজ করা বা ষ্ট্যাপল করা বা এর সাথে কিছু যুক্ত করা বা এতে কোন অবাঞ্ছিত দাগ দেয়া যাবে না।
১১.	উত্তরপত্রে Roll No. ও Applicant No. না লিখলে বা ভুল লিখলে বা ঘষামাজা করলে উত্তরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।
১২.	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে সকল ইউনিট/উপ-ইউনিটের ভর্তি প্রার্থীরা পরীক্ষা কেন্দ্রে FX-100 বা এর নিচে সাধারণ মানের (মেমরী অপশন/সীম ব্যতিত) ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে পারবেন। পরীক্ষার হলে প্রার্থীর মোবাইল ফোন, Calculator with Memory Option, Electronic Device সম্বলিত ঘড়ি ও কলম বা যে কোন ধরনের Device সঙ্গে রাখা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। পরীক্ষার হলে কোন প্রার্থীর কাছে এরূপ যে কোন প্রকার ডিভাইস পাওয়া গেলে, প্রার্থী ব্যবহার করুক বা না করুক প্রার্থীকে বহিক্ষার করা হবে।
১৩.	কোন প্রার্থী অন্যের ছবি/নম্বরপত্র ব্যবহার করলে অথবা অন্য যেকোন অসদুপায় অবলম্বন করলে তার পরীক্ষা বাতিল এবং তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
১৪.	প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কেউ ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিলে তার ভর্তি পরীক্ষা বাতিল করা হবে এবং তাকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষকারী বাহিনীর কাছে সোর্পণ করা হবে।
১৫.	ভর্তি প্রক্রিয়ার যে কোন পর্যায়ে এমনকি ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পরও ভর্তির জন্য প্রদত্ত তথ্যাদিতে যদি কোনো ভুল ধরা পড়ে অথবা যদি দেখা যায় যে, প্রার্থীর ভর্তির জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা নেই, তাহলে প্রার্থীর ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি এবং/অথবা ভর্তি পরীক্ষা এবং/অথবা বিভাগ/বিষয়/ইনসিটিউট মনোনয়ন বাতিল হবে।
১৬.	মেধাক্ষেত্রের ভিত্তিতে নির্ণীত মেধাক্রম অনুযায়ী উন্নীর্ণ প্রার্থীদের মেধা তালিকা ও ফলাফল ভর্তি পরীক্ষার পরে যথোপযুক্ত দিনের মধ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির ওয়েব সাইটে (http://admission.cu.ac.bd) পাওয়া যাবে।
১৭.	মেধা তালিকা প্রকাশের পর নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে অনলাইনে বিষয়/বিভাগ/ইনসিটিউট পছন্দক্রমঃ (Choice List) এবং Student Information Form (SIF) পূরণ করতে হবে। বিভাগ পছন্দের ক্ষেত্রে অনলাইনে যে বিভাগগুলো প্রদর্শিত হবে সেখান থেকে পছন্দ অনুযায়ী ক্রমানুসারে সতর্কতার সহিত উল্লেখ করতে হবে এবং অনলাইনে প্রদর্শিত সব কয়টি বিভাগই পছন্দের তালিকায় থাকতে হবে। প্রবর্তীতে বিষয়/বিভাগ/ইনসিটিউট Choice এবং ভর্তি পরীক্ষার মেধাক্রম ও ভর্তির যোগ্যতা অনুসারে



	<p>বিভাগ বন্টনের তথ্য সংশ্লিষ্ট ইউনিটের নোটিশ বোর্ডে দেয়া হবে। উক্ত তথ্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির ওয়েব সাইটেও (http://admission.cu.ac.bd) দেখা যাবে। এ ছাড়া ভর্তিচ্ছু প্রার্থীকে তার জন্য নির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী SSC এবং HSC এর মূল নম্বরফর্ডসহ সংশ্লিষ্ট ইউনিট অফিসে উপস্থিত হতে হবে। চূড়ান্তভাবে ভর্তির জন্য মনোনীত প্রার্থীর ক্ষেত্রে SSC এবং HSC এর মূল নম্বরফর্ড জমা রাখা হবে। (সকল কাগজপত্র/ডকুমেন্ট-এর ১ সেট ফটোকপি ও মূলকপি সঙ্গে রাখতে হবে)</p>
১৮.	ভর্তির জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদেরকে ভর্তি ফরমের সঙ্গে অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ সর্বশেষ যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে উত্তীর্ণ হয়েছে, সেই প্রতিষ্ঠান প্রধানের প্রশংসাপত্র জমা দিতে হবে।
১৯.	ভর্তি পরীক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে আকস্মিক কোন সমস্যা দেখা দিলে তা নিরসনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
২০.	ভর্তি সংক্রান্ত যে কোন নিয়ম-নীতি পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।
২১.	<p>কোটায় ভর্তির নিয়মাবলীঃ</p> <p>এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ম বর্ষ ম্যাটক (সম্মান) শ্রেণিতে সাধারণ আসন ছাড়াও নিম্নোক্ত কোটায় ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি করা হবে। সাধারণ আসনে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির যে যোগ্যতা নির্ধারিত আছে, কোটায় ভর্তিচ্ছু ছাত্র/ছাত্রীদের একই যোগ্যতা থাকতে হবে। এছাড়াও নিম্ন যে কোটার জন্য যে শর্ত আরোপ করা হয়েছে, তাদের সে শর্ত অবশ্যই পূরণ করতে হবে।</p> <p>শারীরিক প্রতিবন্ধী কোটা ছাড়া অন্যান্য সকল কোটায় ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে যারা ভর্তি পরীক্ষায় ন্যূনতম ৩৫ নম্বর পাবে তাদেরকে উত্তীর্ণ হিসেবে গণ্য করা হবে। তবে D1 উপ-ইউনিটে শুধুমাত্র বিকেএসপি ও পেশাদার খেলোয়াড় কোটায় পাশ নম্বর ৩০। এক্ষেত্রে বিষয় ভিত্তিক পাশের মাধ্যবাধকতা থাকবে না। উত্তীর্ণদের প্রাপ্ত নম্বরের সাথে মাধ্যমিকের (৪র্থ বিষয়সহ) মোট জিপিএ'র ৪০% ও উচ্চ মাধ্যমিকের (৪র্থ বিষয়সহ) মোট জিপিএ'র ৬০% যোগ করে সর্বমোট ১২০ (একশত বিশ) নম্বরে ফলাফল চূড়ান্ত করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মেধাক্রমানুসারে ভর্তি করা হবে।</p> <p>B1 উপ-ইউনিটের ক্ষেত্রে একই নিয়মে ১২০ নম্বরের সাথে ব্যবহারিক পরীক্ষার ২০ নম্বরসহ সর্বমোট ১৪০ নম্বরে এবং D1 উপ-ইউনিটের ক্ষেত্রে ৩৫ (শুধুমাত্র বিকেএসপি ও পেশাদার খেলোয়াড় কোটায় পাশ নম্বর ৩০) ও তদুর্ধ নম্বর প্রাপ্তদের একই নিয়মে ১২০ নম্বরের সাথে ব্যবহারিক পরীক্ষার ৩০ নম্বরসহ সর্বমোট ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) নম্বরে ফলাফল চূড়ান্ত করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মেধাক্রমানুসারে ভর্তি করা হবে।</p> <p>ভর্তি নির্দেশিকায় উল্লিখিত যোগ্যতা সম্পন্ন ছাত্র/ছাত্রীরা সকল অনুষদের অন্তর্গত বিভাগ/ইনসিটিউটে মুক্তিযোদ্ধা, ন্যূন-গোষ্ঠী (উপজাতি), অ-উপজাতি, ওয়ার্ড, বিকেএসপি এবং দলিত জনগোষ্ঠী কোটায় ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। তবে কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ, সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ, জীববিজ্ঞান অনুষদ এবং মেরিন সায়েন্সেস অ্যান্ড ফিশারিজ অনুষদভুক্ত বিভাগ/ইনসিটিউটে ভর্তির জন্য অনগ্রসর ক্ষুদ্র ন্যূন-গোষ্ঠী কোটায় ভর্তির জন্য আবেদন করা যাবে। বিজ্ঞান অনুষদের অন্তর্গত গণিত/পরিসংখ্যান বিভাগে এবং কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ, ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ, সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ ও আইন অনুষদের অন্তর্গত বিভাগে শারীরিক প্রতিবন্ধী কোটায় ভর্তির জন্য আবেদন করা যাবে। শিক্ষা অনুষদের অন্তর্গত ফিজিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্পোর্টস সায়েন্স বিভাগে পেশাদার খেলোয়াড় কোটায় ভর্তির জন্য আবেদন করা যাবে।</p>

(ক)	মুক্তিযোদ্ধা কোটাঃ (FFQ1/ FFQ2)
	<p>এ কোটায় ভর্তির বেলায় মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র/কন্যা এবং পুত্র/কন্যা পাওয়া না গেলে পুত্র/কন্যার পুত্র/কন্যাদের ভর্তি করা হবে। মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র/কন্যা FFQ1 এবং মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধার পুত্র/কন্যা (নাতি/নাতনি) FFQ2 হিসেবে গণ্য হবে। এ কোটায় উত্তীর্ণদের সাক্ষাত্কার গ্রহণের সময় মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধার পুত্র/কন্যা এবং পুত্র/কন্যার পুত্র/কন্যাদের (নাতি/নাতনি) আলাদাভাবে মেধা তালিকা তৈরী করা হবে। আসন থালি থাকা সাপেক্ষে মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের নাতি/নাতনীকে মেধাক্রমানুসারে ভর্তি করা হবে।</p> <p>এ কোটায় ভর্তিচ্ছু ছাত্র/ছাত্রীদেরকে তাদের পিতা-মাতা/দাদা-দাদী/নানা-নানী মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রামাণ হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ও মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী স্বাক্ষরিত মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত সনদপত্র অথবা ১৯৯৭ সন থেকে ২০০১ সন পর্যন্ত বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অধীনে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী স্বাক্ষরিত সনদপত্র গ্রহণযোগ্য।</p> <p>এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র নং ৪৮.০০.০০০০.০০২.১০.২৬২৪.২০১৭.৭৭২ তারিখ ১৯ জুন ২০১৭ বিবেচ্য।</p> <p>”.....</p> <p>০২) মুক্তিযোদ্ধা কোটায় নিয়োগ, ভর্তি ও PRL সংক্রান্ত তথ্য যাচাইয়ের বিষয়টি তরাফিত করার লক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত নির্দেশনাবলী জারী করা হলোঃ</p> <p>ক) কোন মুক্তিযোদ্ধার নাম লাল মুক্তিবার্তা অথবা ভারতীয় তালিকায় থাকলে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের website (www.molwa.gov.bd)-এ প্রকাশিত লালমুক্তিবার্তা অথবা ভারতীয় তালিকার সাথে তা মিলিয়ে নেবে। সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর আবেদনে উল্লিখিত মুক্তিযোদ্ধার নাম, পিতার নাম ও ঠিকানার সাথে প্রার্থীর উপস্থাপিত লাল মুক্তিবার্তা কিংবা ভারতীয় তালিকা কিংবা উপস্থাপিত উভয় তালিকার সাথে website -এ প্রকাশিত মুক্তিযোদ্ধার নাম, পিতার নাম, ঠিকানা সঠিক পাওয়া গেলে তা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। তবে এক্ষেত্রে তাঁর বয়স ৩০.১১.১৯৭১ খিস্ট্রাব্দ তারিখে কিংবা তার পূর্বে কমপক্ষে ১৩ বছর হতে হবে।</p> <p>খ) কোন মুক্তিযোদ্ধার নাম ভারতীয় তালিকা কিংবা লাল মুক্তিবার্তায় না থাকা সত্ত্বেও যদি তাঁর অনুকূলে</p> <ul style="list-style-type: none"> i) গেজেট ও সাময়িক সনদ কিংবা ii) গেজেট ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিস্বাক্ষরিত বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কর্তৃক প্রদত্ত সনদ (বামুস) কিংবা iii) গেজেট, সাময়িক সনদ ও বামুস সনদ থাকে <p>তবে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত গেজেট, সাময়িক সনদ/বামুস সনদ এর সাথে তা মিলিয়ে নেবে। সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর আবেদনে উল্লিখিত মুক্তিযোদ্ধার নাম, পিতার নাম ও ঠিকানার সাথে প্রার্থীর উপস্থাপিত গেজেট ও সাময়িক সনদ/গেজেট ও বামুস সনদ/গেজেট ও সাময়িক সনদ ও বামুস সনদ এর সাথে website-এ প্রকাশিত মুক্তিযোদ্ধার নাম, পিতার নাম, ঠিকানা সঠিক পাওয়া গেলে তা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। তবে এক্ষেত্রে তাঁর</p>

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink, likely belonging to officials involved in the process. The signatures are cursive and vary in style.

	<p>বয়স ৩০.১১.১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে কিংবা তার পূর্বে কমপক্ষে ১৩ বছর হতে হবে।</p> <p>গ) কোন মুক্তিযোদ্ধার নাম লালমুক্তিবার্তা/ভারতীয় তালিকায় নেই, কিন্তু তাঁর অনুকূলে শুধুমাত্র</p> <ul style="list-style-type: none"> i) গেজেট কিংবা ii) সাময়িক সনদ কিংবা iii) বামুস সনদ কিংবা iv) সাময়িক সনদ ও বামুস সনদ <p>থাকলেও তাঁকে নিয়োগ করা যাবে না তবে তাঁর নাম গেজেটসহ উপরিউক্ত (গ) এর (ii), (iii), (iv) এর যে কোন একটি প্রমাণক থাকলে অনুচ্ছেদ ২ (খ) মোতাবেক অস্থায়ী নিয়োগ প্রদান করা যাবে।</p> <p>ঘ)</p> <p>ঙ) অনুচ্ছেদ ২ এর ক, খ, গ ও ঘ এ বর্ণিত নির্দেশনার বিষয়ে কোন অস্পষ্টতা দেখা দিলে সে বিষয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে মতামত/প্রত্যয়ন গ্রহণ করা যেতে পারে।</p> <p>.....</p> <p>মূলকপি ও সত্যায়িত ফটোকপি এবং যথাযথ ওয়ারিশ সনদ সাক্ষাৎকারের সময় জমা দিতে হবে। মুক্তিযোদ্ধা কোটায় ভর্তিকৃত ছাত্র/ছাত্রীদের প্রদত্ত সনদপত্রের কপি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে যাচাইয়ের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ইনসিটিউট অফিস একাডেমিক শাখায় প্রেরণ করবেন।</p>
(খ)	ওয়ার্ড কোটাঃ (WQ)
	<p>এ বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরীরত এবং যে কোন প্রকার ছুটিতে থাকা (পিআরএলসহ) শিক্ষক/অফিসার/কর্মচারীদের সন্তান (পোষ্য ছাড়া) এবং স্বামী/স্ত্রীকে ওয়ার্ড হিসেবে গ্রহণ করা হবে। চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী শিক্ষক/অফিসার/কর্মচারীদের সন্তান বা স্বামী/স্ত্রীকে উক্ত মৃত্যুবরণকারীর চাকুরীর বয়সসীমা পর্যন্ত ওয়ার্ড হিসেবে গন্য করা হবে।</p> <p>এ কোটায় প্রতি বিভাগ/ইনসিটিউটে একটি আসন চ.বি. শিক্ষকদের ওয়ার্ডের জন্য এবং প্রতি অনুষদে একটি আসন চ.বি. কর্মকর্তাদের ওয়ার্ডের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।</p> <p>এ পর্যায়ের ছাত্র/ছাত্রীদের তাদের পিতা/মাতা/স্বামী/স্ত্রী যে বিভাগ/অফিস/ইনসিটিউটে কর্মরত আছেন সে বিভাগীয় সভাপতি/অফিস প্রধান/ইনসিটিউটের পরিচালকের নিকট হতে সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে সাক্ষাৎকারের দিন জমা দিতে হবে।</p>
(গ)	ন্যূন-গোষ্ঠী (উপজাতি) কোটাঃ (TQ)
	<p>এ কোটায় ভর্তিকৃত ছাত্র/ছাত্রীকে তারা কোন ন্যূন-গোষ্ঠী (উপজাতি)/জাতিগোষ্ঠীর অধিবাসী তা তাদের স্ব স্ব সার্কেল চীফ/জেলা প্রশাসক এর নিকট থেকে সনদপত্র সংগ্রহ করে সাক্ষাৎকারের সময় জমা দিতে হবে। অন্যস্থান ক্ষেত্রে জাতিগোষ্ঠীর ছাত্র/ছাত্রীরাও এ কোটায় আবেদন করতে পারবে।</p> <p>এ কোটায় অনুষদের মোট আসন সংখ্যার অর্ধেক আসন চাকমাদের জন্য এবং বাকী অর্ধেক আসন অন্য ন্যূন-গোষ্ঠীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। তবে মোট আসন সংখ্যা বিজোড় হলে সর্বশেষ একটি আসনে অন্য ন্যূন-গোষ্ঠীকে প্রাধান্য দেয়া হবে।</p> <p>ন্যূন-গোষ্ঠী কোটায় ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রদত্ত সনদের কপি স্ব স্ব জেলা প্রশাসকের অফিস থেকে যাচাইয়ের</p>



	নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ইনসিটিউট অফিস একাডেমিক শাখায প্রেরণ করবেন।
(ঘ)	<p>অ-উপজাতি কোটাঃ (NTQ)</p> <p>পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত বাঙালীরা এ কোটায অন্তর্ভুক্ত হবে। এ কোটায ভর্তিচ্ছু ছাত্র/ছাত্রীদের পার্বত্য জেলায অবস্থিত সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে মাধ্যমিক বা সমমান এবং উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষায উত্তীর্ণ হতে হবে এবং তাদের স্ব স্ব জেলা প্রশাসকের নিকট থেকে পার্বত্য জেলায স্থায়ীভাবে বসবাসের সনদপত্র গ্রহণ করে তা অবশ্যই সাক্ষাৎকারের দিন জমা দিতে হবে।</p> <p>অ-উপজাতি কোটায ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রদত্ত অ-উপজাতি সনদের কপি স্ব স্ব জেলা প্রশাসকের অফিস থেকে যাচাইয়ের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ইনসিটিউট অফিস একাডেমিক শাখায প্রেরণ করবেন।</p>
(ঙ)	<p>বিকেএসপি কোটাঃ (BKSPQ)</p> <p>এ কোটায শুধুমাত্র বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায উত্তীর্ণ ছাত্র/ছাত্রীরা ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। এ কোটায ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) কর্তৃক ইস্যুকৃত সনদপত্রের কপি সাক্ষাৎকারের দিন জমা দিতে হবে।</p> <p>বিকেএসপি কোটায ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রদত্ত সনদের কপি বিকেএসপি অফিস থেকে যাচাইয়ের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ইনসিটিউট অফিস একাডেমিক শাখায প্রেরণ করবেন।</p>
(চ)	<p>অনংগসর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কোটাঃ (SEGQ)</p> <p>চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তৎঙ্গ্যা, রাখাইন জাতিগোষ্ঠি ব্যতিরেকে অনংগসর ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী যারা বাঙালী নয় তারা এ কোটায অন্তর্ভুক্ত হবে। এ কোটায ভর্তিচ্ছু ছাত্র/ছাত্রীদেরকে তারা কোন জাতিগোষ্ঠীর অধিবাসী তা তাদের স্ব স্ব সার্কেল চীফ/জেলা প্রশাসক এর নিকট থেকে সনদপত্র সংগ্রহ করে সাক্ষাৎকারের দিন জমা দিতে হবে।</p> <p>কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ, সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ, জীববিজ্ঞান অনুষদ এবং মেরিন সায়েন্সেস অ্যান্ড ফিশারিজ অনুষদভুক্ত বিভাগ/ইনসিটিউটে ভর্তির জন্য এ কোটায আবেদন করা যাবে।</p> <p>এ কোটায ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রদত্ত সনদের কপি যাচাইয়ের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ইনসিটিউট অফিস একাডেমিক শাখায প্রেরণ করবেন।</p>
(ছ)	<p>শারীরিক প্রতিবন্ধী কোটাঃ (দৃষ্টি, বাক ও শ্রবণ) (PCQ)</p> <p>এ কোটায ভর্তিচ্ছু ছাত্র/ছাত্রীদের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সঠিকতার সনদপত্র জমা দেয়ার পর যাচাই/বাচাই সাপেক্ষে স্ব স্ব ইউনিট কর্তৃক ভর্তি যোগ্য প্রার্থীদের মেধাতালিকা তৈরী করা হবে। এ কোটায ভর্তিচ্ছু ছাত্র/ছাত্রীদের লিখিত ভর্তি পরীক্ষায অংশগ্রহণ করতে হবে না। যাদের মাধ্যমিক বা সমমান এবং উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমান উভয় পরীক্ষায চতুর্থ বিষয়সহ মোট জিপিএ ৫.২৫ আছে তাদেরকে মেধাক্রমানুসারে মেডিকেল টিম এর যাচাই-বাচাই সাপেক্ষে সরাসরি ভর্তির জন্য নির্বাচন করা হবে। তবে ভর্তিচ্ছু প্রার্থীর সংখ্যা নির্ধারিত আসন সংখ্যার চেয়ে বেশি হলে মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে মেধাক্রমানুসারে ছাত্র/ছাত্রী নির্বাচন করা হবে।</p> <p>কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ, বিজ্ঞান অনুষদের অন্তর্গত গণিত/পরিসংখ্যান বিভাগ, ব্যবসায প্রশাসন অনুষদ, সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ ও আইন অনুষদের অন্তর্গত বিভাগে ভর্তির জন্য এ কোটায আবেদন করা যাবে।</p>

37

Abu

Hossain

Jamal

(জ)	পেশাদার খেলোয়াড় কোটাঃ (PPQ)
	<p>এ কোটায় ভর্তিচ্ছু ছাত্র/ছাত্রীদের জাতীয় দল/ঢাকা কেন্দ্রীক শীর্ষস্থানীয় লীগের (যেমন: প্রিমিয়ার ডিভিশন লীগ, বি লীগ, প্রফেশনাল লীগ) খেলোয়াড় হতে হবে।</p> <p>এ কোটায় ভর্তিচ্ছু ছাত্র/ছাত্রীদের নিম্নবর্ণিত প্রত্যয়নপত্র থাকতে হবে:</p> <ol style="list-style-type: none"> ১. সংশ্লিষ্ট খেলার জাতীয় ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক খেলায় অংশগ্রহণ সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র। ২. সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়ের ফেডারেশন প্রদত্ত খেলোয়াড় রেজিস্ট্রেশন কার্ড/পরিচয় পত্র। ৩. সংশ্লিষ্ট ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক উক্ত ক্লাবের খেলোয়াড় সংক্রান্ত প্রত্যয়ন পত্র। <p>সংশ্লিষ্ট ছাত্র/ছাত্রীকে ব্যবহারিক পরীক্ষার পূর্বে উল্লিখিত প্রত্যয়নপত্রসমূহ যাচাই করার জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিট অফিসে জমা দিতে হবে।</p> <p>এ কোটায় ভর্তিকৃত ছাত্র/ছাত্রীদের প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্রের কপি যাচাইয়ের নিম্ন সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ইনসিটিউট অফিস একাডেমিক শাখায় প্রেরণ করবেন।</p> <p>এ কোটায় শুধুমাত্র শিক্ষা অনুষদভুক্ত ফিজিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্পোর্টস সায়েন্স বিভাগে ভর্তির জন্য ছাত্র/ছাত্রীরা আবেদন করতে পারবে।</p>
(ঝ)	দলিত জনগোষ্ঠী কোটাঃ (DQ)
	<p>সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বৈষম্যের স্বীকার জনগোষ্ঠী যারা অবহেলিত ও অনগ্রসর [যেমনঃ জলদাস, ধোপা, নাপিত, হাজাম, হরিজন (মেথর, ডোম ইত্যাদি), বেদে, হিজড়া প্রভৃতি জনগোষ্ঠী] তারা এ কোটার অন্তর্ভুক্ত হবে। এ কোটায় ভর্তিচ্ছু ছাত্র/ছাত্রীদেরকে তারা কোন জনগোষ্ঠীর অধিবাসী তা তাদের স্ব স্ব সার্কেল চীফ/জেলা প্রশাসক/স্থানীয় সরকার জনপ্রতিনিধি এর নিকট থেকে সনদপত্র অথবা সমাজসেবা অধিদণ্ডের এর প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ করে সাক্ষাৎকারের দিন জমা দিতে হবে।</p> <p>এ কোটায় ভর্তিকৃত ছাত্র/ছাত্রীদের প্রদত্ত সনদপত্রের কপি যাচাইয়ের নিম্ন সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ইনসিটিউট অফিস একাডেমিক শাখায় প্রেরণ করবেন।</p>
	<p>বি.প্রঃ কোটায় ভর্তিচ্ছু প্রাথীদের নির্বাচন মাননীয় সভাপতি, ভর্তি কমিটি, চ.বি. এর সভাপতিত্বে ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত কমিটির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে।</p>
২২.	ভর্তির সাধারণ নিয়মাবলীঃ
২২.১	(ভর্তি পরীক্ষায় উন্নীর্ণ বা ভর্তির জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) : ভর্তি পরীক্ষায় উন্নীর্ণ বা ভর্তির জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদেরকে নিম্ন বর্ণিত নিয়মাবলী অনুসরণ করে ভর্তি সম্পন্ন করতে হবে।
(ক)	ফলাফল প্রকাশের ভিত্তিতে সাধারণ ও কোটার আসনে উন্নীর্ণ বা ভর্তির জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত ভর্তিচ্ছু প্রাথীদের অনলাইনে বিষয়/বিভাগ/ইনসিটিউট পছন্দক্রমঃ (Choice List) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঘোষিত নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পূরণ করতে হবে। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ইহা পূরণ না করলে প্রাথীতা বাতিল বলে গণ্য হবে।
(খ)	১ম পর্যায়ে বিষয়/বিভাগ/ইনসিটিউট মনোনয়ন প্রাপ্তদের তালিকা প্রকাশের পর মনোনয়ন প্রাপ্তদের মূল সনদসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, “অনুষদ উন্নয়ন ফি” ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা ও “শিক্ষা সহায়ক ফি”

	৩০০০/- (তিনি হাজার) টাকা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঘোষিত নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সংশ্লিষ্ট ইউনিট অফিসে জমা দিতে হবে। (সংশ্লিষ্ট ইউনিট ভর্তিচ্ছু প্রার্থীদের জ্ঞাতার্থে চ.বি. ওয়েব সাইটে নোটিশ দিবেন)
(গ)	<p>শিক্ষার্থীদের বিষয় পছন্দক্রমঃ অনুযায়ী ২য়, ৩য়, ৪র্থ.....(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পর্যায়ে বিষয়/বিভাগ/ইনসিটিউট মনোনয়ন প্রাপ্তদের তালিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মাইগ্রেশন চলমান থাকবে। এক্ষেত্রে কোন মাইগ্রেশন ফি প্রযোজ্য হবে না।</p> <p>তবে কোন ভর্তিচ্ছু প্রার্থী যে কোন পর্যায়ে বিষয়/বিভাগ/ইনসিটিউট মনোনয়ন পেয়ে পরবর্তী পর্যায়ের স্বয়ংক্রিয় মাইগ্রেশন প্রক্রিয়ায় নতুন প্রাপ্ত বিষয়/বিভাগ/ইনসিটিউট পেতে অনিচ্ছুক হলে তাকে সংশ্লিষ্ট ইউনিট কো-অর্ডিনেটর বরাবর স্বয়ংক্রিয় মাইগ্রেশন বন্ধ (Stop Auto Migration) করার আবেদন করতে হবে। পরবর্তী পর্যায়ের স্বয়ংক্রিয় মাইগ্রেশন প্রক্রিয়ায় বিষয়/বিভাগ/ইনসিটিউট মনোনয়ন প্রাপ্তদের তালিকা প্রকাশের ন্যূনতম ২ (দুই) কর্মদিবস পূর্বে আবেদনে সংশ্লিষ্ট ইউনিট কো-অর্ডিনেটরের সম্মতি/অনুমতি নিয়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীকে আইসিটি সেল বা হেল্প ডেক্সে যোগাযোগপূর্বক স্বয়ংক্রিয় মাইগ্রেশন বন্ধ (Stop Auto Migration) নিশ্চিত করতে হবে।</p>
(ঘ)	<p>এভাবে ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পর্যায়ে বিষয়/বিভাগ/ইনসিটিউট মনোনয়ন প্রাপ্তদের তালিকা প্রকাশের পর নতুনভাবে বিষয়/বিভাগ/ইনসিটিউট মনোনয়ন প্রাপ্তদের মূল সনদসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, “অনুষদ উন্নয়ন” ও “শিক্ষা সহায়ক” ফি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঘোষিত নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সংশ্লিষ্ট ইউনিট অফিসে জমা দিতে হবে। (সংশ্লিষ্ট ইউনিট ভর্তিচ্ছু প্রার্থীদের জ্ঞাতার্থে চ.বি. ওয়েবসাইটে নোটিশ দিবেন)</p> <p>নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন শিক্ষার্থী উল্লিখিত কাগজপত্র ও ফি জমা না দিলে (যে কোন কারণেই হোক না কেন) পরবর্তীতে তার বিষয়/বিভাগ/ইনসিটিউট মনোনয়ন আর বিবেচনা করা হবে না।</p>
(ঙ)	উল্লেখ্য যে, ব্যবহারিক পরীক্ষা রয়েছে এমন সকল বিভাগ/ইনসিটিউট-এর ব্যবহারিক পরীক্ষা কার্যক্রম শেষে উল্লীল প্রার্থীদের বিভিন্ন পর্যায়ে মনোনয়ন প্রাপ্তদের তালিকা প্রকাশের পর উক্ত মনোনয়ন প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের উপরোক্ত ‘খ’/‘গ’/‘ঘ’ নিয়ম অনুসরণ করতে হবে।
(চ)	প্রাথমিকভাবে ভর্তির জন্য নির্বাচিত ভর্তিচ্ছু কোন শিক্ষার্থী ইউনিট পরিবর্তন করতে চাইলে নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন করতে হবে। সেক্ষেত্রে তার পূর্বে ভর্তিকৃত ইউনিটে “অনুষদ উন্নয়ন” ও “শিক্ষা সহায়ক” ফি বাবদ যে অর্থ পরিশোধ করেছে তা অফেরতযোগ্য। যথাযথভাবে আবেদন পাবার পর সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীকে মূল সনদসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ফেরত দেয়া যাবে। সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীকে পরিবর্তিত ইউনিটে ভর্তির সময় নিয়মানুযায়ী “অনুষদ উন্নয়ন” ও “শিক্ষা সহায়ক” ফি পরিশোধ করতে হবে। এক্ষেত্রে কোন ইউনিট পরিবর্তন ফি প্রযোজ্য হবে না।
(ছ)	সকল কোটায় উল্লীল ভর্তির জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদেরকে উপরোক্ত ২২.১ (ক থেকে চ)-এ বর্ণিত নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হবে। (কোটায় ভর্তিচ্ছু প্রার্থীদের জ্ঞাতার্থে চ.বি. ওয়েবসাইটে যথাসময়ে নোটিশ ইস্যু করা হবে)
২২.২	(চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) :
	ভর্তির জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদেরকে নিম্নে বর্ণিত নিয়মাবলী অনুসরণ করে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

(ক)	ভর্তির জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদেরকে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঘোষিত নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে Student Information Form (SIF) পূরণ করতে হবে। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ইহা পূরণ না করলে প্রার্থীতা বাতিল বলে গণ্য হবে। SIF পূরণ এর সময় Student ID স্বয়ংক্রিয়ভাবে Generate হবে। SIF পূরণ এর পর SIF ও ব্যাংক রশিদ ডাউনলোড করে প্রিন্ট নিতে হবে। সংশ্লিষ্ট ইউনিট ভর্তি কমিটির কো-অর্ডিনেটর কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে নির্বাচিত প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ ইনসিটিউট অফিস হতে ভর্তির মূল ফরম সংগ্রহ করতে হবে।
(খ)	যথাযথভাবে পূরণকৃত মূল ভর্তি ফরমটি এবং Student Information Form (SIF) ও ব্যাংক রশিদ এর একটি করে Hard Copy সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ইনসিটিউট অফিসে জমা দিতে হবে।
(গ)	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে ধার্যকৃত ভর্তি ফিস অঞ্চলী ব্যাংক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখায় জমা দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, ভর্তি ফিস জমা দেয়ার ব্যাংক রশিদ চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত শিক্ষার্থীকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির ওয়েব সাইটে (http://admission.cu.ac.bd) তার ফলাফল পেইজ থেকে ডাউনলোড করতে হবে।
(ঘ)	ব্যাংকে ফিস জমা দেয়ার প্রমাণ স্বরূপ জমাকৃত ব্যাংক রশিদের একটি ফটোকপি/অনুলিপি সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ ইনসিটিউট অফিসে সর্বশেষে জমা দিয়ে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।
	<p>বিদ্রঃ (১) কোন ছাত্র/ছাত্রী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে ব্যাংকে ভর্তি ফিস জমা না দিলে ; (যে কোন কারণেই হোক না কেন) পরবর্তীতে তার ভর্তির বিষয়টি আর বিবেচনা করা হবে না।</p> <p>(২) ভর্তি ফিস ব্যাংকে জমা দেয়ার পর ব্যাংক রশিদের একটি ফটোকপি সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ইনসিটিউট অফিসে জমা দিলেই সংশ্লিষ্ট ছাত্র/ছাত্রীর ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হবে। ভর্তি ফিস ব্যাংকে জমা দেয়ার পরদিন বিভাগ/ইনসিটিউট অফিসে ব্যাংক রশিদের ফটোকপি জমা না দিলে তার ভর্তি বাতিল বলে গণ্য হবে।</p> <p>(৩) যে কোন ফিস জমা দেওয়ার নির্ধারিত শেষ তারিখের দিন কোন কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিস বা অঞ্চলী ব্যাংক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা বন্ধ থাকলে অথবা অফিস বা ব্যাংকে কাজ না চললে সেক্ষেত্রে অব্যবহিত পরবর্তী কর্মদিবসই সংশ্লিষ্ট ফিস জমা দেয়ার শেষ সময় হিসেবে গণ্য হবে।</p>
২২.৩	ইউনিট অফিস ভর্তির জন্য ছাত্র/ছাত্রী নির্বাচন করে নির্বাচিত তালিকা ও নির্বাচিত ছাত্র/ছাত্রীদের ছবিসহ প্রবেশপত্রে কপি সংশ্লিষ্ট অনুযাদ/বিভাগ/ইনসিটিউট অফিসে প্রেরণ করবেন। ছাত্র/ছাত্রীরা ভর্তি ফরম পূরণ করে সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ইনসিটিউট অফিসে জমা দেয়ার পর ভর্তি ফরমের সঙ্গে প্রদত্ত ছবির সঙ্গে প্রবেশপত্রের সাথে ইউনিট অফিস থেকে প্রেরিত ছবি মিলিয়ে নিয়ে সঠিক বলে নিশ্চিত হওয়ার পর বিভাগীয় সভাপতি/ইনসিটিউটের পরিচালক ভর্তি ফিস জমা দেয়ার ব্যাংক রশিদে স্বাক্ষর করবেন।
২২.৪	কোন শিক্ষার্থীকে ভর্তির ক্ষেত্রে একাধিকবার ভর্তি ফিস জমা দিতে হবে না। তবে যে সকল শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে একবার ভর্তি ফিস জমা দেয়ার পর বিভাগ/ইনসিটিউট পরিবর্তন হবে সে সকল শিক্ষার্থীকে নতুনভাবে মনোনীত স্ব স্ব বিভাগ/ইনসিটিউটে ভর্তির সময়ে অতিরিক্ত ভর্তি ফিস (প্রযোজ্য হলে) জমা দিতে হবে।



২৩.	ভর্তি বাতিল এবং দ্বৈত ভর্তি সম্পর্কিত নিয়মঃ
২৩.১	ভর্তি প্রত্যাহার/বাতিলের নিয়মঃ
(ক)	কোন ছাত্র/ছাত্রী চলতি শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে প্রাথমিকভাবে ভর্তি হয়ে যে কোন কারণে স্ব স্ব ইউনিটের চূড়ান্ত পর্যায়ে বিষয়/বিভাগ/ইনসিটিউট মনোনয়ন প্রাপ্তদের তালিকা প্রকাশের ন্যূনতম ০২ (দুই) কর্মদিবস পূর্বে প্রেছায় ভর্তি বাতিল/প্রত্যাহার করতে চাইলে তাকে সংশ্লিষ্ট ইউনিট কো-অর্ডিনেটর বরাবর দরখাস্ত লিখে ভর্তি বাতিল/প্রত্যাহার ফিস রেজিস্ট্রার, চ.বি. এর অনুকূলে অগ্রণী ব্যাংক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা থেকে সংগৃহীত অফেরতযোগ্য ৫০০/- (পাঁচশত) টাকার পে-অর্ডারসহ দরখাস্তটি ইউনিট ভর্তি কমিটির কো-অর্ডিনেটর এর অফিসে জমা দিয়ে সংশ্লিষ্ট ইউনিটে ভর্তি বাতিল/প্রত্যাহার করতে হবে।
(খ)	কোন ছাত্র/ছাত্রী স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে প্রাথমিক/চূড়ান্ত ভর্তি শেষে চলতি শিক্ষাবর্ষে স্ব স্ব ইউনিটে ভর্তির সর্বশেষ সময় শেষ হওয়ার পর বা স্ব স্ব ইউনিটের চূড়ান্ত পর্যায়ের বিষয়/বিভাগ/ইনসিটিউট মনোনয়ন প্রাপ্তদের তালিকা প্রকাশের পর বা পরবর্তীকালে যে কোন সময় যে কোন কারণে প্রেছায় ভর্তি বাতিল করতে চাইলে তাকে ডেপুটি রেজিস্ট্রার (একাডেমিক), রেজিস্ট্রার দণ্ডর, চ.বি. বরাবর দরখাস্ত লিখে তাতে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় সভাপতি/ইনসিটিউটের পরিচালকের সুপারিশ ও সংশ্লিষ্ট ইউনিট ভর্তি কমিটির কো-অর্ডিনেটর এর অনুমতি নিয়ে ভর্তি বাতিল ফিস রেজিস্ট্রার, চ.বি. এর অনুকূলে অগ্রণী ব্যাংক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা থেকে সংগৃহীত অফেরতযোগ্য ১৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত) টাকার পে-অর্ডারসহ দরখাস্তটি রেজিস্ট্রার দণ্ডরের একাডেমিক শাখায় জমা দিয়ে ভর্তি বাতিল করতে হবে।
২৩.২	দ্বৈত ভর্তি সম্পর্কিত নিয়মঃ
(ক)	বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী একাধিক বিষয় বা একাধিক কোর্সে ভর্তি হওয়া শাস্তিমূলক অপরাধ।
(খ)	কোন ছাত্র/ছাত্রী অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন কোর্সে ভর্তি হওয়ার পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেলে তাকে পূর্বে ভর্তিকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তি প্রত্যাহারের চিঠি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সময় ভর্তি ফরমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ইনসিটিউটে জমা দিতে হবে। সময় স্বল্পতার কারণে বা যে কোন যুক্তিসঙ্গত কারণে কোন ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির সময় ভর্তি প্রত্যাহারের চিঠি জমা দিতে অপরাগ হলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ফিস জমা দেয়ার তারিখ হতে এক মাসের মধ্যে পূর্ববর্তী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তি প্রত্যাহার করে ভর্তি প্রত্যাহারের চিঠি বিভাগীয় সভাপতি/ইনসিটিউটের পরিচালকের মাধ্যমে রেজিস্ট্রার দণ্ডরের একাডেমিক শাখায় অবশ্যই জমা দিতে হবে। উক্ত এক মাস সময়ের পর কোন ছাত্র/ছাত্রীর বিরুদ্ধে দ্বৈত ভর্তির অভিযোগ পাওয়া গেলে তখন তার কোন প্রকার ওজর আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে তার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি বাতিল করা হবে।
২৪.	ভর্তির অন্যান্য নিয়মাবলীঃ
(ক)	কোন ছাত্র/ছাত্রী মূল ভর্তি ফরম অথবা Student Information Form (SIF)-এ কোন তথ্য গোপন করে বা মিথ্যা তথ্য বা ভুয়া তথ্য প্রদান করে বা জাল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্টের মাধ্যমে ভর্তি হলে সেই ছাত্র/ছাত্রীর ভর্তি বাতিলসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে অন্যান্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।
(খ)	কোন ভর্তিচ্ছু প্রার্থীর সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার সংশ্লিষ্ট বোর্ড কর্তৃক ইস্যুকৃত একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট বা পরীক্ষা পাশের সার্টিফিকেটে কোন কাটাকাটি থাকলে বা ওভার রাইটিং করলে বা যে কোন প্রকার জিপি/জিপিএ বা পরীক্ষা পাশের বছর বা শিক্ষার্থীর নাম বা বিবরণ বা তথ্য বসিয়েছেন মনে হলে বা একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট বা

	সার্টিফিকেট দেখে সন্দেহ হলে সেই একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট বা সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে কোন ছাত্র/ছাত্রীকে ভর্তি করা হবে না।
(গ)	ছাত্র/ছাত্রীদের ভর্তি ফিস জমা দেয়ার জন্য ব্যাংক রিসিদ Endorse করার সময় এবং ভর্তি প্রক্রিয়া চলাকালীন সময়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষা দু'টির সংশ্লিষ্ট বোর্ড কর্তৃক ইস্যুকৃত মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ফেরত দেয়া যাবে না। কোন ছাত্র/ছাত্রী নির্দিষ্ট সময় শেষ হওয়ার পূর্বে একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ফেরত নিতে চাইলে তাকে আগে পূর্বে বর্ণিত ২৩.১ (ক)/(খ) নিয়মে ভর্তি বাতিল করতে হবে। তবে ভর্তির সর্বশেষ তারিখের ৬০ (ষাট) দিন পর উক্ত একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ফেরত দেয়া যাবে।
	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হটলাইন: (সকাল ৯:০০ টা থেকে বিকেল ৫:০০ টা পর্যন্ত) একাডেমিক শাখা, রেজিস্ট্রার দপ্তর, চ.বি.: 01555555158, 01556570088 টেকনিক্যাল সাপোর্ট (আইসিটি সেল, চ.বি.): 01556570077 E-mail: admission@cu.ac.bd বিস্তারিত তথ্যাদি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির ওয়েবসাইটে (http://admission.cu.ac.bd) পাওয়া যাবে।

The image shows several handwritten signatures in black ink, likely belonging to university officials, arranged in a cluster. Overlaid on these signatures is a circular blue stamp with the text "University of Chittagong Admissions Cell" and "All Rights Reserved". Below the stamp, there is a URL: <http://www.dashahome.com/ku>.